ঈমান থাকলেই জান্নাত পাওয়া যাবে

বর্ণনা সংবলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা

গবেষণা সিরিজ-১৫

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : official@qrfbd.org
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org
ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

যোগাযোগ
এডমিন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৭৫৫৩০৯৯০৭
দাওয়াহ : ০১৬১০১৯৪৬৯৮, ০১৯৪৪৪১১৫৫১
প্রকাশনা : ০১৯৭৭৩০১৫১০
তথ্য-প্রযুক্তি : ০১৪০৭০৬৩৪৩৪
বিক্রয় : ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৪৪৪১১৫৫৮
কালচার এন্ড মিডিয়া : ০১৪০৭০৬৫৭৯৪

ISBN Number : 978-984-35-1388-5

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০৯
ষষ্ঠ সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২৫

নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
তাজুল গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টিং
১৮৩, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৭৬১৩৯৮৬৯, ০১৭১৬১৩৯৮৬৯
ইমেইল : tajulprint12@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	মূল বিষয়	২৩
৫	ঈমানের সাথে জান্নাত ও জাহান্নামের সম্পর্কের বিষয়ে Common sense	২৪
৬	ঈমানের সাথে জান্নাত ও জাহান্নামের সম্পর্কের বিষয়ে আল কুরআন	২৭
	১. জান্নাত পেতে হলে ঈমানের সাথে আমল থাকতে হবে	২৮
	২. জান্নাত পেতে হলে মু'মিনকে কবীরা গুনাহমুক্ত হয়ে পরকালে যেতে হবে	৩১
	৩. জাহান্নামে যাওয়া মু'মিনকে চিরকাল সেখানে থাকতে হবে	৩৫
	৪. পরকালে আমলনামায় একটি কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনকেও চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে	৩৯
৭	'ঈমান থাকলেই জান্নাত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সংবলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনার জন্য যে সকল বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে	৪৩
৮	'ঈমান থাকলেই জান্নাত পাওয়া যাবে' বক্তব্যধারণকারী হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা	৪৮
	১. ঈমান ও আমল থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে	
	২. ঈমান থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে	৫৭
	৩.আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনকে জাহান্নামে যেতে হবে	৬১
	৪. মু'মিন জাহান্নামে গেলে চিরকাল সেখানে থাকবে	৬৭

	৫. আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনদের জাহান্নামে যেতেই হবে না	৬৯
	৬. মু'মিন জাহান্নামে গেলে কিছুকাল শাস্তি ভোগ করে চিরকালের জন্য জান্নাত পাবে	৭৪
৯	ঈমান থাকলেই জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সংবলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত	১০০
১০	শেষ কথা	১০১

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না,
নাকি তাদের মনে তালা লেগে গিয়েছে?

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার
এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের
সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

'ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে' কথাটি বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিম জানেন এবং বিশ্বাসও করেন। এ বিশ্বাসের প্রভাবে বর্তমান বিশ্বের অসংখ্য ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিদের ইসলামের ব্যাপারে দ্বিমুখী আচরণ (Double standard) তথা করণীয় ও নিষিদ্ধ উভয় ধরনের কাজ একসাথে পালন করতে দেখা যায়। সমাজে যারা চোখ খুলে চলাফেরা করে তাদের কেউ এটি অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয় না। এ ধারণা ও বিশ্বাস বর্তমান মুসলিম সমাজের চরম অশান্তি এবং মুসলিম জাতির বর্তমান অধঃপতনের একটি মূল কারণ। কথাটি চালু হয়েছে কিছু হাদীস থেকে। যে হাদীসগুলোর বক্তব্য কুরআন, অন্য শক্তিশালী হাদীস ও আকল/Commos sense/বিবেকের সরাসরি বিপরীত। এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য কী তা জাতির সামনে তুলে ধরা বর্তমান পুস্তিকার উদ্দেশ্য। বর্তমান মুসলিম সমাজের চরম অশান্তি এবং মুসলিম জাতির বর্তমান চরম অধঃপতন থেকে উত্তরণের ব্যাপারে পুস্তিকাটি বিরাট ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্পর্কে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো?

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে শুরু করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসুল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও লেখার জন্য কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসুল স.-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

আল কুরআনের সুরা আন-নিসার ৮০ নং ও আল গাশিয়ার ২১ থেকে ২৩ নং আয়াতের আলোকে বলা যায়– 'পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা কারও দায়িত্ব নয়।' কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে শুরু করি। বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা শুরু করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসুল আ. ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন– এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল, Common sense বা বিবেক। তবে উৎস তিনটির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। আর সে পার্থক্য হলো–

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- কুরআন : আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- সুন্নাহ : আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- আকল, Common sense বা বিবেক : জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) : মালিক ও মূল ব্যাখ্যাকারী।
- সুন্নাহ (রসুল স.) : মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- আকল/Common sense/বিবেক : মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদ/ভিত্তি দৃষ্টিকোণ

- কুরআন : মানদণ্ড জ্ঞান।
- সুন্নাহ : কুরআনের অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- আকল/Common sense/বিবেক : বুনিয়াদ বা ভিত্তি জ্ঞান।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য (গবেষণা সিরিজ-৪২)' নামক বইটিতে। আলোচ্য পুস্তিকাটি রচনায় এ তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। আবার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সবগুলো উৎসের নিম্নের দুটি দিক সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা থাকাও অপরিহার্য–

ক. উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য উৎস তিনটিকে ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির উল্লিখিত দুটি দিকের পর্যালোচনা–

ক. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতি

১. কুরআনকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কিছু মূলনীতি (উসূল/Principle) থাকে। ঐ মূলনীতির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা গ্রন্থটির নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন একটি ব্যাবহারিক গ্রন্থ। তাই কুরআন থেকেও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের মূলনীতি কুরআন ও সুন্নায় আছে। আমাদের গবেষণা মতে, সে মূলনীতি ১০টি। মূলনীতিগুলোর শিরোনাম–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।

২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।

৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।

৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।

৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।

৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।

৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।

৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।

১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে। আবার একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে। এ বিষয়টি আল্লাহ প্রদত্ত ৩টি উৎসের প্রত্যেকটির ব্যাপারেই প্রযোজ্য। মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন

রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি, প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের অবস্থান হলো–

অবস্থান-১

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীরগ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

২. সুন্নাহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

আমাদের গবেষণা মতে, সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের ৪টি মূলনীতি কুরআন ও সুন্নায় আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) বইটিতে। মূলনীতিগুলোর শিরোনাম হলো–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

৩. আকল, Common sense বা বিবেককে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া উৎস আকল, Common sense বা বিবেক ব্যবহার করাও অপরিহার্য। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'ইসলামী জীবনবিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে। Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের দুটি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওপরে উল্লিখিত বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। মূলনীতি দুটোর শিরোনাম হলো–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতির সাথে সেগুলো ব্যবহারের প্রবাহচিত্রের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। প্রবাহচিত্রটি কুরআন ও সুন্নায় আছে। তবে নিম্নের দুটি উদাহরণ সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা প্রবাহচিত্রটি অতি সহজে বুঝা যায়। সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে– কুরআন বুঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। কুরআনের আয়াতও আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। তাই কুরআন বুঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণের গুরুত্ব অপরিসীম।

উদাহরণ-১

- ❑ **চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র**

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তাই চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হলো–

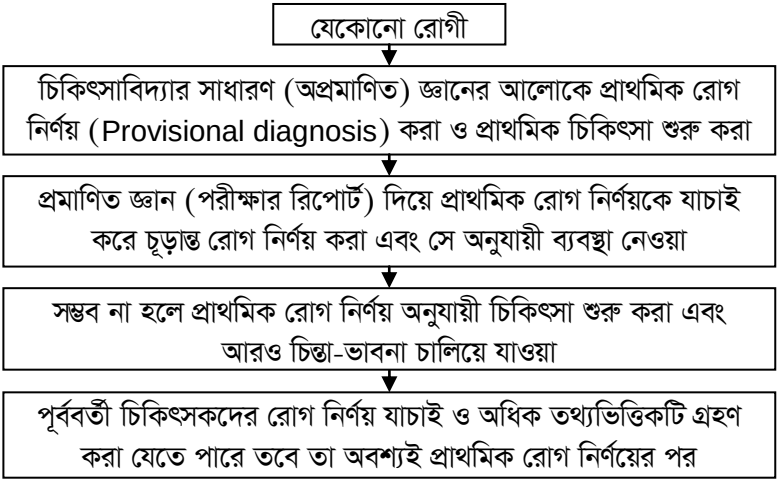

উদাহরণ-২

❑ **মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়িতে চোর ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র**

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন। মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

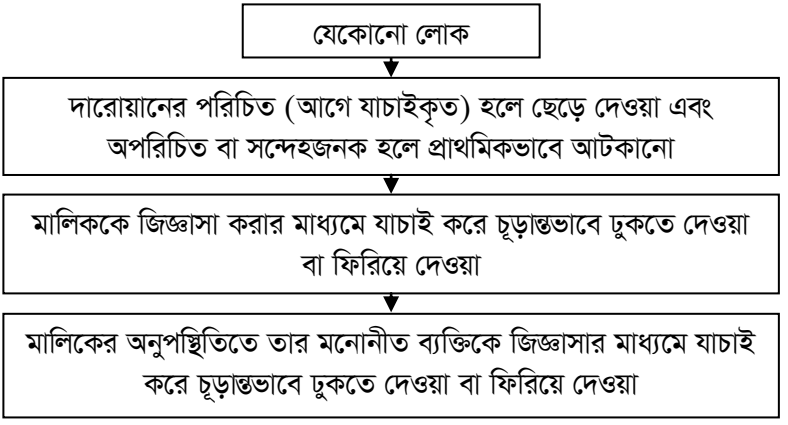

উদাহরণ ২টির লক্ষণীয় বিষয় হলো–

১. জ্ঞানার্জনের (সিদ্ধান্তে পৌঁছার) দুটি স্তর আছে। প্রাথমিক স্তর ও চূড়ান্ত স্তর।

২. প্রাথমিক স্তরে ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞানের আলোকে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে হয়। যাদের ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান আছে তারা সবাই প্রাথমিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে পারে।

৩. এরপর মূল প্রমাণিত জ্ঞান (মালিক) দিয়ে প্রাথমিক রায়কে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

৪. অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সাধারণ জ্ঞান শেখা ব্যক্তিগণ কর্তৃক নেওয়া প্রাথমিক সিদ্ধান্ত, চূড়ান্ত বিচারে সঠিক বলে গৃহীত হয়।

৫. মালিক অনুপস্থিত থাকা সময়ে প্রাথমিক রায়কে মালিকের মনোনীত ব্যক্তি দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

৬. মালিকের মনোনীত ব্যক্তি দিয়ে যাচাই করেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে প্রাথমিক রায় অনুযায়ী নেওয়া ব্যবস্থা ও আরও চিন্তা-ভাবনা চালিয়ে যেতে হয়।

৭. সবশেষে পূর্ববর্তী ব্যক্তি বা মনীষীদের মতামত যাচাই করতে হয়।

মহান আল্লাহও জ্ঞানার্জনের জন্য সাধারণ (অপ্রমাণিত) ও প্রমাণিত উৎস দিয়েছেন। আর নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) ও প্রমাণিত উৎস ব্যবহারের প্রবাহচিত্র মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা রা.-এর চরিত্র নিয়ে রটানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. প্রবাহচিত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ওপরে বর্ণিত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং উদাহরণ দুটি সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস ৩টি ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। প্রবাহচিত্রটি নিম্নরূপ–

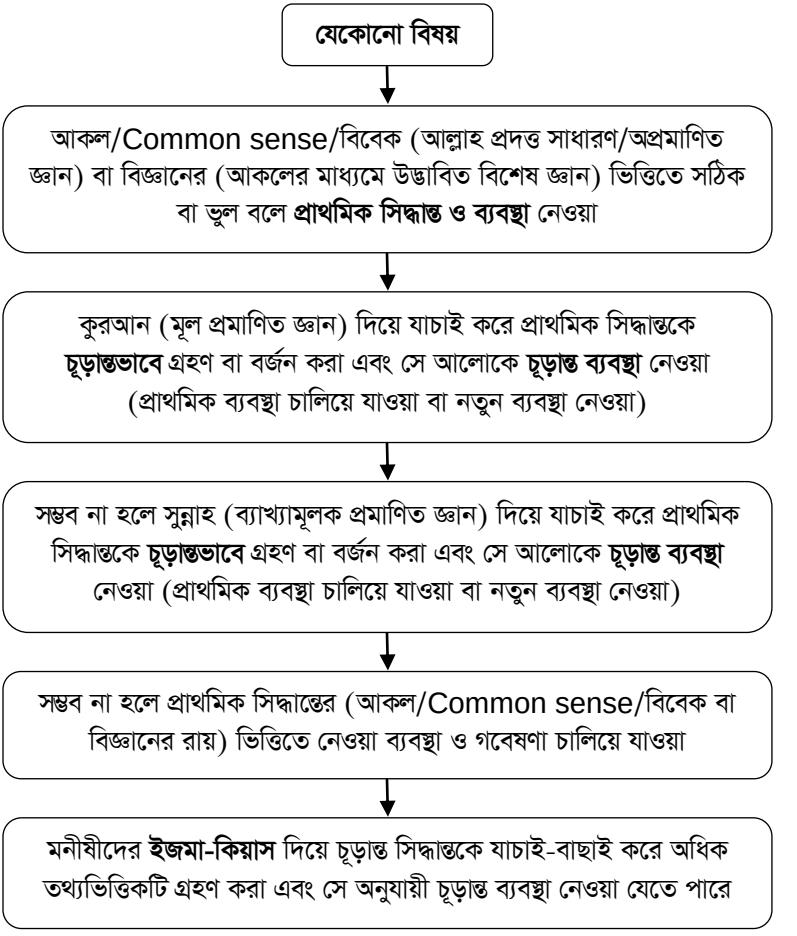

বিজ্ঞান

'বিজ্ঞান' হলো মানবজীবনের কোনো দিকের বিশেষ তথা উৎকর্ষিত জ্ঞান। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন, একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common

sense-এর এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ..... ط

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান, বিচক্ষণ, হিকমাধারী বা মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল, Common sense বা বিবেকবান ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

অন্যদিকে কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র বা রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবনবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

কিয়াস ও ইজমা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য–

কুরআন

..... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

... ... অতঃপর তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো।

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবের) গবেষণার ফল বা সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো– ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

হাদীস

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ..... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتِ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিল।

আর আমরা তাঁদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাঁদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এ কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয় তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর 'আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে রসুল স. বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু'মিনরা নিজেদের আকল/বিবেক/Common sense দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর 'আমল করতে। আর যা তাদের আকলের বুঝের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।

কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিত তথ্যগুলো থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।
২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।
৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।

৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।

৫. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।

৬. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রেফারেন্স।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

কুরআনের আরবী আয়াত সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে,
কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে উন্নত হবে।

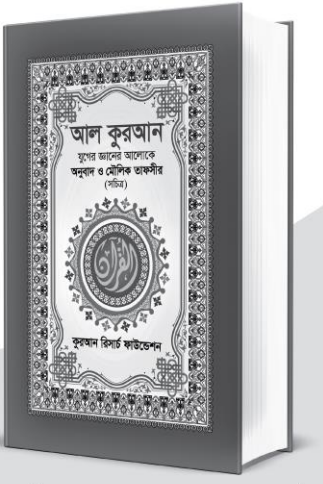

আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

মূল বিষয়

হাদীসের গ্রন্থসমূহে 'ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সংবলিত বেশকিছু হাদীস আছে। আবার এর বিপরীত বক্তব্যধারণকারী হাদীসও আছে। তবে মুসলিম সমাজে 'ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সংবলিত হাদীসগুলোর বক্তব্যই প্রচারিত হয়েছে। হাদীসগুলোর প্রভাবে বর্তমান বিশ্বের অসংখ্য ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিদের দ্বিমুখী আচরণ (Double standard) করতে দেখা যায়। অর্থাৎ বর্তমান বিশ্বের অসংখ্য ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিদের ইসলামের করণীয় ও নিষিদ্ধ উভয় ধরনের কাজ একসাথে পালন করতে দেখা যায়। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সামাজিক অশান্তিরও এটি একটি প্রধান কারণ। আমার মুসলিম বন্ধু বা সহকর্মীদের ইসলাম নিষিদ্ধ কাজ করা দেখে যখন তা করতে নিষেধ করেছি তখন তাদের অনেকে সরাসরি বলেছে 'ঈমান আছে ফলে একদিন না একদিন জান্নাতে যাবোই, তাই দুনিয়ার মজাটা আগে লুটে নেই'। এটি একটি বাস্তব অবস্থা। তাই এ সম্পর্কিত হাদীস পর্যালোচনা করে সঠিক তথ্য জাতির সামনে তুলে ধরা আজ সময়ের দাবি।

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি–

১. আল কুরআন : এটি আল্লাহ প্রদত্ত মূল ও প্রমাণিত জ্ঞান।
২. সুন্নাহ : এটি আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি মূল নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
৩. আকল/Common sense/বিবেক : এটি আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত বা সাধারণ জ্ঞান।

প্রথমে আমরা ঈমানের সাথে জান্নাত ও জাহান্নামের সম্পর্কের বিষয়ে আল্লাহ প্রদত্ত দুটি উৎস আকল ও কুরআনের বক্তব্য জানার চেষ্টা করবো। তারপর ঈমানের সাথে জান্নাত ও জাহান্নামের সম্পর্কের তথ্যধারণকারী প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের হাদীস জানবো এবং সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

ঈমানের সাথে জান্নাত ও জাহান্নামের সম্পর্কের বিষয়ে Common sense

Common sense (আকল/বিবেক) আল্লাহ প্রদত্ত একটি জ্ঞানের উৎস। এটিকে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার সময় সকলকে Common sense ব্যবহারের মূলনীতি সর্বক্ষণ সামনে রাখতে হবে। আমাদের গবেষণামতে, সে মূলনীতি হলো দুটি–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত বা সাধারণ জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।

২. Common sense-কে ইসলামের ঘরের আল্লাহর নিয়োগকৃত দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য' (গবেষণা সিরিজ-৪২), 'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)' (গবেষণা সিরিজ-১২) এবং 'ইসলামী জীবনবিধানে Common sense-এর গুরুত্ব' (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক বই তিনটিতে।

মূলনীতি দুটি খেয়ালে রেখে চলুন ঈমানের সাথে জান্নাত ও জাহান্নামের সম্পর্কের বিষয়ে Common sense-এর রায় জানা যাক–

দৃষ্টিকোণ-১

❑ **কল্যাণ পাওয়ার দৃষ্টিকোণ**

Common sense অনুযায়ী কোনো বিশ্বাসের কল্যাণ পেতে হলে ঐ বিশ্বাসের দাবি অনুযায়ী কাজ (আমল) করা। ঈমান হলো এক বিশেষ ধরনের বিশ্বাস। ঐ বিশ্বাসের বিষয়বস্তুটি হলো কালিমা তাইয়্যেবা। তাই Common sense অনুযায়ী 'ঈমান' নামক বিশ্বাসের কল্যাণ পেতে হলে ঈমানের দাবি অনুযায়ী কাজ করতে হবে। অর্থাৎ Common sense অনুযায়ী ঈমান থেকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ পেতে হলে ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল (যথাযথ আমল) করতে হবে।

ঈমানের পরকালীন সবচেয়ে বড়ো কল্যাণ হলো জান্নাত। তাই Common sense অনুযায়ী ঈমানের কল্যাণ হিসেবে জান্নাত পেতে হলে অবশ্যই ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল করতে হবে।

দৃষ্টিকোণ-২

❑ অসৎ মু'মিন তৈরি হওয়ার দৃষ্টিকোণ

ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল না থাকলে যদি জান্নাত পাওয়া যায় বা কিছুদিন জাহান্নামে থেকে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাওয়া যায় তবে নিশ্চিতভাবে পৃথিবীতে অসৎ মু'মিনের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবে। ইসলাম মানুষকে সৎ বানাতে চায়। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়– ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল না থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে বা কিছুদিন জাহান্নামে থেকে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাওয়া যাবে কথাটি সঠিক নয়।

দৃষ্টিকোণ-৩

❑ মৌলিক বিষয়ে ভুল থাকলে যেকোনো কর্মকাণ্ড শতভাগ ব্যর্থ হওয়ার দৃষ্টিকোণ

Common sense অনুযায়ী মৌলিক একটি ভুল থাকলে যেকোনো কর্মকাণ্ড আংশিক নয়, শতভাগ ব্যর্থ হয়। যেমন– পিত্তথলির পাথর বা এপিন্ডিসাইটিস রোগের অপারেশনে মৌলিক একটি ভুল হলে অপারেশনটি শতভাগ ব্যর্থ হয়। এ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি মুসলিমদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সালাতের মাধ্যমে দিনে ৫ বার। সালাতের ১৩টি ফরজ বিধানের একটিতে ভুল হলে সালাত আংশিক নয়, শতভাগ ব্যর্থ হয়। তাই সালাত আবার পড়তে হয়। যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী ইত্যাদি আমলের বিধানের মাধ্যমেও আল্লাহ অভিন্ন শিক্ষা মুসলিমদের দিয়েছেন।

তাই সহজে বলা যায়– পরকালে একজন মু'মিনের আমলনামায় একটি মৌলিক ভুল (কবীরা গুনাহ) থাকলে তার দুনিয়ার জীবন শতভাগ ব্যর্থ ধরা হবে। এজন্য তাকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাহলে বলা যায়–

১. মু'মিনকে জান্নাত পেতে হলে কবীরা গুনাহমুক্ত আমল নিয়ে পরকালে যেতে হবে।
২. মৃত্যুর সময় আমলনামায় একটি কবীরা গুনাহ থাকলেও মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

তাহলে সহজে বলা যায়, ঈমানের সাথে জান্নাত ও জাহান্নামের সম্পর্কের বিষয়ে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত বা সাধারণ জ্ঞানের উৎস আকল/ Common sense/বিবেকের রায় হলো–

১. যথাযথ আমল (ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল) না থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে বা কিছুদিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাওয়া যাবে কথাটি সঠিক নয়।

২. মু'মিনকে জান্নাত পেতে হলে কবীরা গুনাহমুক্ত আমলনামা নিয়ে পরকালে যেতে হবে।

৩. মৃত্যুর সময় আমলনামায় একটিমাত্র কবীরা গুনাহ থাকলেও মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

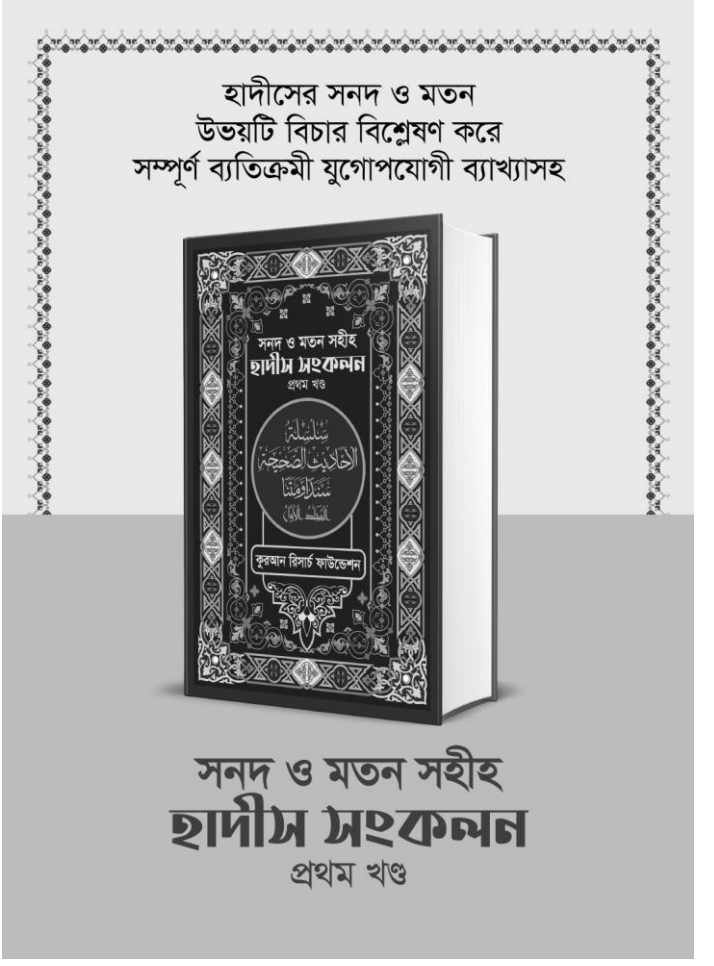

ঈমানের সাথে জান্নাত ও জাহান্নামের সম্পর্কের বিষয়ে আল কুরআন

কুরআন তাফসীর (ব্যাখ্যা) করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার মূলনীতি (উসূল) আল কুরআন ও সুন্নাহয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সে নীতিমালা বর্তমান সময়ের মুসলিমরা হারিয়ে ফেলেছে। তাই ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয়ে তাদের জ্ঞান কুরআন থেকে বহু দূরে। আমাদের গবেষণা মতে, কুরআন তাফসীরের মূলনীতি নিম্নের ১০টি–

১. 'কুরআনে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই' তথ্যটি সামনে থাকা।
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছা।
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকলের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. 'কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই' বিষয়টি মনে রাখা।
৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয় উল্লেখ ও তাফসীর না করা।
৯. কয়েক বছর পরপর সংস্করণ বের করা।
১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

অন্যদিকে কুরআনের সঠিক জ্ঞানার্জন বা ব্যাখ্যা করা এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে বাকি ৯টি মূলনীতির সম্পর্ক হলো–

সম্পর্ক-১

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে সরাসরি কুরআন অধ্যয়ন করে জ্ঞানার্জন করা সম্ভব নয়।

সম্পর্ক-২

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের সঠিক জ্ঞানার্জন বা অর্থ ও ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হবেন যদি তিনি অন্য ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

সম্পর্ক-৩

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি অন্য ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

সম্পর্ক-৪

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান থাকা ব্যক্তি অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অনুবাদ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি অন্য ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

সম্পর্ক-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে, বোঝাতে, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন সে ব্যক্তি যার আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান আছে এবং অন্য ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য' (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে।

চলুন এখন ঈমানের সাথে জান্নাত ও জাহান্নামের সম্পর্কের বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য জানা যাক। আল কুরআন বিষয়টিকে যে ধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়েছে–

১. জান্নাত পেতে হলে ঈমানের সাথে আমল থাকতে হবে।
২. জান্নাত পেতে হলে মু'মিনকে কবীরা গুনাহমুক্ত হয়ে পরকালে যেতে হবে।
৩. জাহান্নামে যাওয়া মু'মিনকে চিরকাল সেখানে থাকতে হবে।
৪. আমলনামায় একটিমাত্র কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনকেও চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

এখন চলুন উল্লিখিত ধরনের বক্তব্যধারণকারী কুরআনের আয়াত জানা যাক–

১. 'জান্নাত পেতে হলে ঈমানের সাথে আমল থাকতে হবে' বক্তব্যধারণকারী আয়াত

আয়াত-১

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ.

তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে। অতঃপর তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন প্রতিদান।

(সুরা আত ত্বীন/৯৫ : ৬)

ব্যাখ্যা : নিরবচ্ছিন্ন প্রতিদান হলো জান্নাত। তাই আয়াতটি থেকে জানা যায়– ঈমান ও যথাযথ আমল থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে।

আয়াত-২

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

পুরুষ কিংবা নারীদের মধ্যে যে সৎকাজ করবে এবং সে যদি মু'মিন হয় তাকে আমরা নিশ্চয় উত্তম জীবন দান করবো। আর নিশ্চয় আমরা তাদেরকে তাদের কাজের চেয়েও উত্তম পুরস্কার (জান্নাত) দান করবো।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ৯৭)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'য়ালার কাছ থেকে পাওয়া সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার হলো জান্নাত। তাই এ আয়াতটি থেকেও জানা যায়– ঈমান ও যথাযথ আমল থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে।

আয়াত-৩

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا.

আর যে সৎকাজ করে এবং মু'মিন, সে কোনো অবিচার ও ক্ষতির আশঙ্কা করবে না।

(সুরা ত্ব-হা/২০ : ১১২)

ব্যাখ্যা : সৎকাজ করার পর অবিচার ও ক্ষতির আশঙ্কার সবচেয়ে বড়ো বিষয় হলো পরকালে জান্নাত না পাওয়া। তাই আয়াতটি থেকে জানা যায়– জান্নাত পেতে হলে আমল ও ঈমান উভয়টি থাকতে হবে।

আয়াত-৪

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ؕ قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ.

তারা কি শুধু অপেক্ষা করে যে– তাদের কাছে ফেরেশতা আসবে, কিংবা তোমার রব আসবেন কিংবা তোমার প্রতিপালকের কোনো নিদর্শন আসবে? যেদিন তোমার রবের কোনো নিদর্শন (মৃত্যু বা অন্য আজাব) আসবে সেদিন তার ঈমান কোনো কাজে আসবে না, যে আগে ঈমান আনেনি অথবা ঈমান

থাকা অবস্থায় (ঈমান আনার পর) কোনো সৎকাজ (নেক আমল) করেনি। বলো– তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমরাও প্রতীক্ষায় থাকলাম।

(সুরা আল আন'আম/৬ : ১৫৮)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে জানা যায়– ঈমান আনার পর যথাযথ আমল না করে মৃত্যুবরণ করলে সে ঈমানের কোনো মূল্য পরকালে পাওয়া যাবে না। তাই আয়াতটি অনুযায়ী– জান্নাত পেতে হলে আমল এবং ঈমান উভয়টি থাকতে হবে।

আয়াত-৫

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ.

মানুষ কি মনে করেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমরা তাদের পূর্ববর্তীদের (কর্মের মাধ্যমে) পরীক্ষা করেছিলাম, অতঃপর আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন (ঈমানের দাবিতে) কে সত্যবাদী এবং অবশ্যই জেনে নেবেন কে মিথ্যাবাদী।

(সুরা আল 'আনকাবুত/২৯ : ২-৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি অনুযায়ী ঈমানের ঘোষণা দেওয়া ব্যক্তিকে (মু'মিনকে) ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল করে প্রমাণ করতে হবে যে তার ঘোষণাটি সত্য। তাই আয়াত দুটি অনুযায়ী যে মু'মিন খুশি মনে তথা বিনা ওজরে ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল করবে না তার ঈমান নেই বলে ধরা হবে। ফলে তার জান্নাত পাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আয়াত দুটি থেকেও জানা যায়– জান্নাত পেতে হলে ঈমান ও আমল উভয়টি থাকতে হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : এগুলো এবং কুরআনে থাকা এ ধরনের অনেক আয়াত* থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়– ঈমান ও যথাযথ আমল থাকলেই শুধু জান্নাত পাওয়া যাবে।

* ২/২৫, ২/৮৬, ২/২৭৭, ৪/৫৭, ৪/১৬৬, ৭/৪২, ১০/৯, ১১/২৩, ১৪/২৩, ১৮/৩০-৩১, ১৮/১০৭, ২২/১৪, ২২/২৩, ২২/৫০, ২২/৫৬, ২৯/৭, ২৯/৯, ২৯/৫৮, ৩১/৮, ৩৬/১৯, ৩৪/৪, ৩৫/৭, ৪১/৮, ৪২/২২, ৪৫/৩০, ৪৭/২, ৪৭/১২, ৪৮/২৯, ৬৫/১১, ৮৪/২৫, ৮৫/১১।

২. 'জান্নাত পেতে হলে মু'মিনকে কবীরা গুনাহমুক্ত হয়ে পরকালে যেতে হবে' বক্তব্যধারণকারী আয়াত

আয়াত-১

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَٰٓئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا.

যদি তোমরা কবীরা (বড়ো) গুনাহসমূহ থেকে মুক্ত থাকতে পারো তাহলে আমরা তোমাদের অন্য মাত্রার (মধ্যম ও ছোটো) গুনাহ মোচন করে দেবো এবং তোমাদের সম্মানজনক স্থানে (জান্নাত) প্রবেশ করাবো।

(সুরা আন নিসা/৪ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ এখানে প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন– ঈমানদারদের জান্নাত পেতে হলে শিরক ও অন্য সকল ধরনের কবীরা গুনাহমুক্ত হয়ে পরকালে যেতে হবে।

আয়াত-২

فَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ. وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ.

বস্তুত তোমাদের যা দেওয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ্যসামগ্রী। কিন্তু আল্লাহর কাছে যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী (জান্নাত)। (ওটা) তাদের জন্য যারা ঈমান আনে ও তাদের রবের ওপর নির্ভর করে। আর যারা কবীরা গুনাহসমূহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং রাগান্বিত হলে ক্ষমা করে।

(সুরা আশ শূরা/৪২ : ৩৬, ৩৭)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুটি থেকেও প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়– ঈমানদারদের জান্নাত পেতে হলে শিরক ও অন্য সকল ধরনের কবীরা গুনাহমুক্ত হয়ে পরকালে যেতে হবে।

আয়াত-৩

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا. وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا. وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا.

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا. وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا. يُضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا. اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

আর রহমান (আল্লাহ)-এর বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে বিনীতভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন জাহিলরা কথা বলতে থাকে তখন তারা (বিদায় নেয়) সালাম বলে। আর তারা রাত অতিবাহিত করে তাদের রবের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থেকে। আর তারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি দূরে রাখুন। নিশ্চয় এর শাস্তি সর্বনাশা। নিশ্চয় তা বিশ্রামস্থল ও বাসস্থান হিসেবে খুবই নিকৃষ্ট। আর যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না আবার কৃপণতাও করে না বরং তারা থাকে এ দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে। আর তারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না (শিরক করে না), আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এরূপ করবে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে অপমানিত অবস্থায় স্থায়ীভাবে থাকবে। তবে যারা তাওবা করে, ঈমান দৃঢ় করে নেয় ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পরিবর্তন করে দেবেন নেকী দিয়ে। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(সুরা ফুরকান/২৫ : ৬৩-৭০)

ব্যাখ্যা : আয়াতসমূহে রহমানের দাস তথা মু'মিন বান্দাদের বিষয়ে বক্তব্য রাখা হয়েছে। অপব্যয়, কৃপণতা, শিরক, মানুষ হত্যা, ব্যভিচার কবীরা গুনাহ। এখানে প্রথমে আল্লাহ বলেছেন– যে মু'মিনরা ঐ কবীরা গুনাহগুলো করবে তারা জাহান্নামে যাবে এবং চিরকাল সেখানে থাকবে। এরপর আল্লাহ বলেছেন– যারা তাওবা করে ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল করা শুরু করবে তাদের সকল গুনাহ তিনি শুধু মাফই করবেন না, বরং সেগুলোকে সওয়াবে পরিবর্তন করে দেবেন।

তাই আয়াতগুলো থেকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়–

১. মু'মিনদের জান্নাত পেতে হলে কবীরা গুনাহ তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে নিয়ে পরকালে যেতে হবে।
২. কবীরা গুনাহসহ পরকালে পৌঁছলে মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

আয়াত-৪

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ... ...

যারা কবিরা গুনাহসমূহ ও অশ্লীল কাজ থেকে দূরে থাকবে কিন্তু কবীরার চেয়ে ছোটো মাত্রার গুনাহ থেকে নয় (পরকালে তাদের ব্যাপারে) নিশ্চয় তোমার রবের ক্ষমার পরিধি ব্যাপক। ... ...

(সুরা আন নাজম/৫৩ : ৩২)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ এখানে প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন– যে সকল ঈমানদার শিরক ও অন্য সকল ধরনের কবীরা ও অশ্লীল কাজ থেকে মুক্ত, তাদের ছোটোখাটো গুনাহ তিনি দুনিয়া ও পরকালে ক্ষমা করে দেবেন। সগীরা ও মধ্যম গুনাহ মাফ হওয়ার আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া উপায় হলো– নেক আমল, দোয়া, শাফায়াত।

আয়াত-৫

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا.

আল্লাহর কাছে তাওবা শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা আকল ব্যবহারকারী না হওয়ার জন্য গুনাহ করে এবং অনতিবিলম্বে তাওবা করে, বস্তুত এদের তাওবাই আল্লাহ কবুল করেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান। আর তাওবা তাদের জন্য নয় যারা গুনাহের কাজ করে যেতে থাকে যতক্ষণ না মৃত্যু উপস্থিত হয়, (তখন) বলে– আমি এখন তাওবা করছি এবং তাদের জন্যও নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। তাদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

(সুরা আন নিসা/৪ : ১৭, ১৮)

ব্যাখ্যা : ১৭ নং আয়াতে প্রত্যক্ষভাবে জানানো হয়েছে যে– যারা অমনোযোগিতার কারণে গুনাহ করার পর সাথে সাথে তওবা করে তাদের সকল গুনাহ তিনি মাফ করে দেবেন (মানুষের হক ফাঁকি দেওয়ার গুনাহ ছাড়া)।

১৮ নং আয়াতটির মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে দুই ধরনের ব্যক্তিদের তাওবা তিনি কবুল করেন না এবং তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। তারা হলো–

১. যে মু'মিন ব্যক্তিরা মৃত্যু উপস্থিত হলে তাওবা করে।
২. যারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফির থাকে।

আয়াত দুটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– যে সকল মু'মিন মৃত্যুর আগে তাওবার মাধ্যমে কবীরা গুনাহমুক্ত না হয়ে পরকালে যাবে তাদের ঐ গুনাহ আর মাফ হবে না। তাই তাদের জাহান্নামে যেতে হবে এবং চিরকাল সেখানে থাকতে হবে।

প্রশ্ন হলো– কবুল হওয়ার জন্য মৃত্যুর কতটুকু সময় আগে তাওবা করতে হবে? বিষয়টি বোঝা সহজ হবে যদি তাওবার ব্যবস্থা রাখার কারণ সামনে থাকে। তাওবার ব্যবস্থা রাখার কারণ হলো–

১. অন্যায় কাজ করা মানুষের সংখ্যা কমিয়ে মানবসমাজকে শান্তিময় করা।
২. মানুষের ক্ষমা পাওয়ার সুযোগ রাখা। কারণ, মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

তাওবার ব্যবস্থা রাখার ১ নং কারণটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই Common sense-এর ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– কবুল হতে হলে তাওবা করতে হবে মৃত্যুর এতটা সময় আগে যখন ব্যক্তির গুনাহ (অন্যায়) করার জ্ঞান-বুদ্ধি ও শক্তি আছে কিন্তু তাওবা করার কারণে সে গুনাহটি করছে না।

আয়াত-৬

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـَٔتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

বস্তুত যারা গুনাহ করবে এবং তাদের গুনাহ দিয়ে জড়িয়ে থাকবে (তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে না নিয়ে কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করবে) তারা জাহান্নামী হবে। তারা চিরকাল সেখানে থাকবে।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৮১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে সরাসরি জানা যায়– যে মু'মিন কবীরা গুনাহ মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় আগে তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে না নিয়ে পরকালে যাবে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে এবং চিরকাল তাকে সেখানে থাকতে হবে।
এ আয়াতের ভিত্তিতে বলা যায় যে,

১. জান্নাত পেতে হলে ঈমানের সাথে আমল থাকতে হবে।
২. জান্নাত পেতে হলে মু'মিনকে কবীরা গুনাহমুক্ত হয়ে পরকালে যেতে হবে।

৩. জাহান্নামে যাওয়া মু'মিনকে চিরকাল সেখানে থাকতে হবে।
৪. আমলনামায় একটিমাত্র কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনকেও চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

৩. 'জাহান্নামে যাওয়া মু'মিনকে চিরকাল সেখানে থাকতে হবে' বক্তব্যধারণকারী আয়াত

আয়াত-১

اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِيۡنَ اُوۡتُوۡا نَصِيۡبًا مِّنَ الۡكِتٰبِ يُدۡعَوۡنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيۡقٌ مِّنۡهُمۡ وَهُمۡ مُّعۡرِضُوۡنَ. ذٰلِكَ بِاَنَّهُمۡ قَالُوۡا لَنۡ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعۡدُوۡدٰتٍ ۖ وَغَرَّهُمۡ فِىۡ دِيۡنِهِمۡ مَّا كَانُوۡا يَفۡتَرُوۡنَ.

তুমি কি তাদের দেখোনি যাদের কিতাবের আংশিক জ্ঞান প্রদান করা হয়েছিল? তাদেরকে যখন আল্লাহর (পরিপূর্ণ) কিতাবের (আল কুরআন) দিকে আহবান করা হয় নিজেদের মাঝে (বিদ্যমান বিবাদ) মীমাংসা করার জন্য, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা সেখানে স্থির থাকে। এটা এজন্য যে– তারা বলে, নির্দিষ্ট কিছুদিন ছাড়া আগুন (জাহান্নাম) আমাদের স্পর্শ করবে না। বস্তুত তারা যে কথা বানিয়ে নিয়েছে সেটি তাদেরকে নিজেদের দ্বীন সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ২৩-২৪)

ব্যাখ্যা : কুরআনে উল্লিখিত আল্লাহর পাঠানো কিতাবের সংখ্যা চারটি– তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কুরআন। এ চারটি কিতাবের মধ্যে কুরআন হলো পরিপূর্ণ। অর্থাৎ আল কুরআনে ইসলামের সকল দিক ও বিষয় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যুগের অবস্থার কারণে আগের তিনটি কিতাবে ইসলাম পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপিত না হলেও সকল কিতাবে যে তিনটি বিষয়ে কোনো পার্থক্য নেই তা হলো– তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদ, নবী-রসুল ও পরকাল সম্পর্কে সকল কিতাবের মূল বক্তব্য একই। ইসলাম পালন তথা শরীয়াতের বিধি-বিধানের মধ্যে আগের তিনটি কিতাব ও কুরআনের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে।

আলোচ্য আয়াত দুটিতে যাদেরকে আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে তাদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন ছাড়া অন্য কিতাবধারীদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ জানিয়েছেন ঐ কিতাবধারীদের যখন তাদের মধ্যকার বিরোধের ফয়সালার জন্য পরিপূর্ণ কিতাব আল কুরআনের দিকে ডাকা হয় তখন তাদের একদল তা মেনে নেয় এবং একদল অমান্য করে ও নিজেদের অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে।

এরপর আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন– যে দল কুরআনের ফয়সালা অমান্য করে ও নিজেদের অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে তারা কী ধারণা-বিশ্বাসের কারণে তা করে। তারা অমান্য করে এটি মনে করে যে, জাহান্নামের আগুন তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। আর করলেও তা শুধু অল্পকিছু দিনের জন্য হবে। ঐ ধারণা-বিশ্বাস সম্পর্কে ২৪ নং আয়াতের শেষে বলা হয়েছে–

- ঐ ধারণা-বিশ্বাস তাদের মনগড়া।
- এটি তাদের দ্বীন সম্পর্কে একটি চরম ভুল ধারণা। সকল আহলে কিতাবদের দ্বীন হলো ইসলাম।

একটু ভাবলেই বোঝা যায় ঐ লোকদের বিশ্বাস ছিল– যেহেতু তারা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস করে অর্থাৎ তাদের ঈমান আছে এবং তারা পরিপূর্ণ ইসলাম তথা কুরআনিক ইসলামের কিছু অনুসরণ করে সেহেতু তাদের জাহান্নামে যেতে হবে না। আর যেতে হলেও কিছুদিন শাস্তি ভোগ করে ঈমান এবং কৃত নেক আমলের কারণে তারা চিরকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবে।

কুরআনের ফয়সালা না মানা কবীরা গুনাহ। তাই আল্লাহ আয়াত দুটির মাধ্যমে কুরআনধারী মুসলিমসহ সকল কিতাবধারীদের জানিয়ে দিয়েছেন– ঈমান থাকলে কিছু কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করলেও কিছুদিন জাহান্নাম ভোগ করে চিরকালের জন্য জান্নাত পাওয়া যাবে এ তথ্য সম্পূর্ণ বানোয়াট।

আয়াত-২

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ؕ قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗٓ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ. بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـَٔتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

আর তারা বলে, জাহান্নামের আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না গণনাযোগ্য কয়েকটি দিন ছাড়া। বলো, তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে এমন প্রতিশ্রুতি পেয়েছো? অথচ আল্লাহ কখনো তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। নাকি তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলছো, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই? বস্তুত যারা গুনাহ করবে এবং তাদের গুনাহ দিয়ে জড়িয়ে থাকবে (তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে না নিয়ে কবীরা গুনাহবেষ্টিত থেকে মৃত্যুবরণ করবে) তারা জাহান্নামী হবে; তারা চিরকাল সেখানে থাকবে।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৮০, ৮১)

ব্যাখ্যা : আগের আয়াত দুটির অনুরূপ আলোচ্য ৮০ নং আয়াতে প্রথমে কিতাবধারীরা পরকালে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার বিষয়ে অভিন্ন ধারণা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে একই ধরনের কথা বলেছে। অর্থাৎ তারা বলেছে, যেহেতু তাদের ঈমান তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস আছে তাই আল কুরআন তথা পরিপূর্ণ ইসলামের দু-একটি বিষয় পালন না করলে তাদের জাহান্নামে যেতে হবে না। আর গেলেও তা হবে অল্প কয়েক দিনের জন্য।

কিতাবধারীদের ঐ ধরনের ধারণা-বিশ্বাসের উত্তরে আল্লাহ এখানে প্রথমে তাদের জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন– তারা ঐ রকম কোনো ওয়াদা আল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছে কি না? নাকি তারা সঠিকভাবে না জেনে একটি ভুল বা মিথ্যা কথা আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দিচ্ছে? অর্থাৎ আল্লাহ প্রশ্ন করার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন– আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা ব্যক্তিদের কিছুদিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাওয়ার মতো কোনো ঘটনা পরকালে ঘটবে না।

আয়াতটির বক্তব্যকে আরো স্পষ্ট করার জন্য ৮১ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন– যারা গুনাহ করবে এবং গুনাহে পরিবেষ্টিত থেকে মৃত্যুবরণ করবে অর্থাৎ মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় আগে তাওবার মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ না করিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তাদের জাহান্নামে যেতে হবে এবং চিরকাল সেখানে থাকতে হবে।

আয়াত-৩

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ۖ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ.

যার ওপর শাস্তির বাণী যৌক্তিক হয়েছে (তাকে কে বাঁচাতে পারে)? তুমি (রসুল) কি উদ্ধার করতে পারবে সে ব্যক্তিকে যে আগুনে (জাহান্নাম) আছে?

(সুরা আয যুমার/৩৯ : ১৯)

ব্যাখ্যা : পরকালে শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো শাফায়াত। তাই আয়াতটিতে প্রথমে প্রশ্ন করার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যার ওপর শাস্তি যৌক্তিক বা অবধারিত হয়েছে তাকে পরকালে শাস্তি (জাহান্নাম) থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

এ বক্তব্যে মহান আল্লাহ বলেছেন যে– তিনি কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে (ওপরে যার কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে) স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, কবীরা গুনাহ মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় আগে তাওবার মাধ্যমে মাফ

করিয়ে না নিলে আর মাফ হবে না। তাই যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করবে তাকে শাস্তি দেওয়া যৌক্তিক হবে। আর তাই তাকে শাফায়াতের মাধ্যমে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না।

এরপর আয়াতটিতে রসুল স.-কে সরাসরি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যে ব্যক্তি জাহান্নামে আছে অর্থাৎ যাকে আল্লাহ তা'য়ালা বিচার করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাকে তিনিও শাফায়াতের মাধ্যমে উদ্ধার করতে পারবেন না।

রসুল স. নিশ্চয় কোনো কাফিরের জন্য শাফায়াত করবেন না। আয়াতটি থেকে জানা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা বিচার করে যে সকল মু'মিনকে জাহান্নামে পাঠাবেন তাদেরকে অন্য মানুষ দূরের কথা রসুল স.-ও শাফায়াতের মাধ্যমে উদ্ধার করতে পারবেন না। তাই আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে পরকালে রসুল স. বা অন্য কারো শাফায়াতের মাধ্যমে–

১. মু'মিনের কবীরা গুনাহ মাফ হবে না।
২. কোনো মু'মিন জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসতে পারবে না।

আয়াত-৪

قُلْ اِنِّیْ لَآ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا . قُلْ اِنِّیْ لَنْ یُّجِیْرَنِیْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا . اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ؕ وَمَنْ یَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِیْنَ فِیْهَآ اَبَدًا .

বলো, নিশ্চয় আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি এবং কল্যাণ করার মালিক নই। বলো, এটি নিশ্চিত যে আল্লাহর (শাস্তি) থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না (যদি আমি তাঁর অবাধ্য হই)। আর আল্লাহ ছাড়া আমি কোনো আশ্রয়ও পাবো না। কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে (কিতাব) পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁর রিসালাত (আমার দায়িত্ব)। আর যে ব্যক্তিই আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে অমান্য করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (সুরা আল জ্বিন/৭২ : ২১-২৩)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'বলো, নিশ্চয় আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি এবং কল্যাণ করার মালিক নই' অংশের ব্যাখ্যা– আল্লাহ তা'য়ালার জানিয়ে দেওয়া বিধান/প্রোগ্রামের বাইরে গিয়ে তথা স্বাধীনভাবে দুনিয়া ও আখিরাতে কাউকে ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা সাধারণ মানুষ দূরের কথা রসুল স.-এরও নেই।

'বলো, এটি নিশ্চিত যে আল্লাহর (শাস্তি) থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না (যদি আমি তাঁর অবাধ্য হই)। আর আল্লাহ ছাড়া আমি কোনো আশ্রয়ও পাবো না' অংশের ব্যাখ্যা– এ বক্তব্যের মাধ্যমে নিশ্চিত করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, রসুল স. যদি আল্লাহ তা'য়ালার অবাধ্য হন তথা কবীরা গুনাহ করেন তবে আল্লাহর শাস্তি থেকে কেউ তাঁকে রক্ষা করতে পারবে না।

'কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে (কিতাব) পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁর রিসালাত (আমার দায়িত্ব)' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশে রসুল স.-এর দায়িত্ব কী ছিল তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। রসুল স.-এর দায়িত্ব ছিল–

১. আল্লাহর কাছ থেকে আসা কুরআন হুবহু মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
২. কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে কুরআনকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া।

'আর যে ব্যক্তিই আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে অমান্য করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যেকোনো মানুষ কবীরা গুনাহ হওয়ার পর্যায়ে থেকে আল্লাহ ও রসুল তথা কুরআন ও সুন্নাহ অমান্য করলে তাকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। রসুল স. ও সাধারণ মুসলিমদের জন্য অমান্য করা কাজটির ধরন হবে ভিন্ন। যেমন–

- **রসুল স. আমান্যকারী হবেন–**
  ১. কুরআন হুবহু মানুষের কাছে পৌঁছে না দিলে।
  ২. কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে মানুষকে কুরআন সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে না দিলে।

  নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, রসুল স. এ ধরনের বিষয় থেকে মুক্ত ছিলেন।
- **সাধারণ মানুষ আমান্যকারী হবেন–** কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ সম্পর্কিত আল্লাহর আদেশ অমান্য করলে।

৪. 'পরকালে আমলনামায় একটি কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনকেও চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে' বক্তব্যধারণকারী আয়াত

আয়াত-১

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ... ... وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا. وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا.

কোনো মু'মিনকে হত্যা করা কোনো মু'মিনের জন্য সংগত নয়, তবে ভুলবশত করলে স্বতন্ত্র কথা। ... ... আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান। আর যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মু'মিনকে হত্যা করে তার স্থান হলো জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে, আর আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত হন, তাকে লা'নত করেন এবং তার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মহাশাস্তি।

(সুরা আন নিসা/৪ : ৯২, ৯৩)

ব্যাখ্যা : কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা কবীরা গুনাহ। তাই আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে– একটিমাত্র কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনকেও চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

আয়াত-২

... ...وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

... ... অথচ আল্লাহ বেচাকেনাকে হালাল করেছেন এবং হারাম করেছেন সুদকে; অতঃপর যে ব্যক্তির কাছে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ পৌঁছার পর সে বিরত হয়েছে সে আগে যা খেয়েছে তা তারই (বিষয়), তবে তার বিষয়টি আল্লাহর কাছে সমর্পিত; আর যারা (নির্দেশ পাওয়ার পরও) পুনরাবৃত্তি করেছে তারা জাহান্নামের অধিবাসী; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৭৫)

ব্যাখ্যা : সুদ খাওয়া কবীরা গুনাহ। তাই এ আয়াতের মাধ্যমেও আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন সুদ তথা একটিমাত্র কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনকেও চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

আয়াত-৩

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۪ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ.

আর যে ব্যক্তি (মিরাস বণ্টনের ব্যাপারে) আল্লাহ ও তাঁর রসুলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করবে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।

(সুরা আন নিসা/৪ : ১৪)

ব্যাখ্যা : মিরাস বণ্টনের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ না মানা কবীরা গুনাহ। তাই এ আয়াতটির মাধ্যমেও জানা যায়– একটিমাত্র কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনকেও চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

আয়াত-৪

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَأُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ.

('মাওয়াঝিন', 'ছাকুলাত' ও 'খাফ্ফাত' শব্দ তিনটি অপরিবর্তিত রেখে) অতঃপর যাদের 'মাওয়াঝিন' 'ছাকুলাত' হবে তারা হবে সফলকাম। আর যাদের 'মাওয়াঝিন' 'খাফ্ফাত' হবে তারা নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

(সুরা আল মু'মিনুন/২৩ : ১০২, ১০৩)

ব্যাখ্যা : আরবী ভাষায় 'মাওয়াঝিন', 'ছাকুলাত' ও 'খাফ্ফাত' শব্দ তিনটির প্রধান দুটি অর্থ হলো–

- **মাওয়াঝিন**
  ১. মাপযন্ত্র।
  ২. আল্লাহর কাছে যার গুরুত্ব আছে তেমন বিষয়। অর্থাৎ নেক আমল।
- **ছাকুলাত**
  ১. ভারী।
  ২. বেশি।
- **খাফ্ফাত**
  ১. হাল্কা।
  ২. কম (শূন্য)।

আয়াত দুটিতে বলা হয়েছে– যে মু'মিনদের 'মাওয়াঝিন' 'ছাকুলাত' হবে তারা হবে সফলকাম। অর্থাৎ তারা জান্নাত পাবে। আর যাদের 'মাওয়াঝিন' 'খাফ্ফাত' হবে তাদেরকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। একজন মু'মিনের আমলনামায় কিছু না কিছু সাওয়াব অবশ্যই থাকে। তাই মু'মিনের চিরকাল জাহান্নামের শাস্তি পাওয়া থেকে বোঝা যায়– পরকালে সাওয়াব ও গুনাহ মাপা বা হিসেব করা হবে এমন পদ্ধতিতে যেখানে আমলনামায় নেকী থাকলেও তার জন্য কোনো পুরস্কার পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ নেকী শূন্য হয়ে যাবে। ঐ পদ্ধতি হলো গুরুত্বের ভিত্তিতে মাপা বা হিসেব করার পদ্ধতি। গুরুত্বের ভিত্তিতে মাপার পদ্ধতিতে একটি মৌলিক ভুল (কবীরা গুনাহ) সকল নেকীকে শূন্য করে দেয়। তাই নেকীর জন্য কোনো পুরস্কার পাওয়া যায় না।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত 'সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য' (গবেষণা সিরিজ-১৮) নামক বইটিতে।

তাই আয়াত দুটির একটি শিক্ষা হলো– আমলনামায় একটি কবীরা গুনাহ থাকলেও মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। কারণ, তার নেকী শূন্য হয়ে যাবে।

আয়াত দুটির প্রকৃত অনুবাদ : অতঃপর যাদের (যে মু'মিনদের) নেক আমল বেশি হবে তারা হবে সফলকাম। আর যাদের নেক আমল শূন্য (কম) হবে তারা নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

সার্বিক শিক্ষা

ঈমানের সাথে জান্নাত ও জাহান্নামের সম্পর্কধারণকারী ওপরে উল্লিখিত সকল আয়াতের বক্তব্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে যা বলা যায়–

১. জান্নাত পেতে হলে ব্যক্তির ঈমান ও যথাযথ আমল থাকতে হবে।
২. মু'মিনকে জান্নাত পেতে হলে কবীরা গুনাহমুক্ত হয়ে পরকালে যেতে হবে।
৩. জাহান্নামে যাওয়া মু'মিনকে চিরকাল সেখানে থাকতে হবে। শাফায়াত বা অন্য কোনোভাবে তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে না।
৪. আমলনামায় একটিমাত্র কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনকেও চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

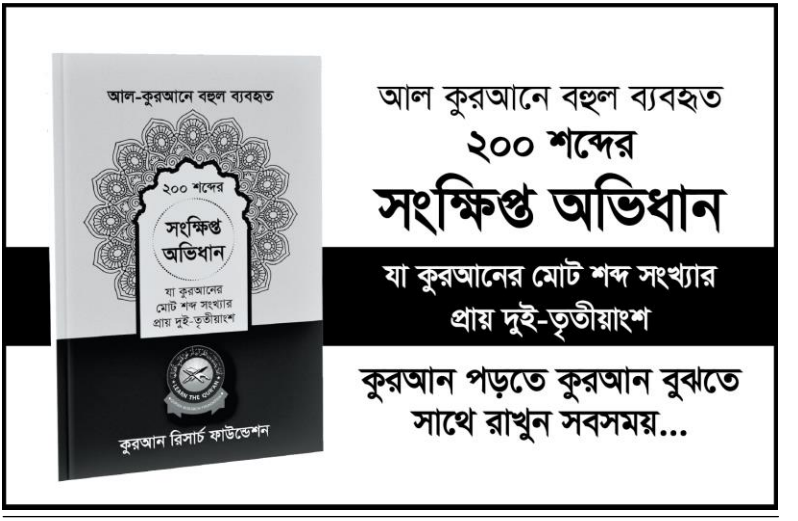

‘ঈমান থাকলেই জান্নাত পাওয়া যাবে’ বর্ণনা সংবলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনার জন্য যে সকল বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে

ঈমানের সাথে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে সম্পর্কধারণকারী হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা করতে হলে তিনটি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। বিষয় তিনটি হলো–

ক. হাদীস পর্যালোচনা করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার মূলনীতি।
খ. সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা।
গ. জাল (মিথ্যা/বানানো) হাদীস প্রচারের পদ্ধতি।

চলুন এখন গুরুত্বপূর্ণ এ তিনটি বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে জেনে নেওয়া যাক–

ক. হাদীস পর্যালোচনা করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার মূলনীতি

আমাদের গবেষণা অনুযায়ী, হাদীস পর্যালোচনা করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার মূলনীতি হলো চারটি–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।
৩. হাদীস সঠিক আকল/বিবেক/Common sense-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে ‘প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বোঝায় কি?’ (গবেষণা সিরিজ-১৯) এবং ‘কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)’ (গবেষণা সিরিজ-১২) বই দুটিতে।

খ. সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা

বিভিন্ন মনীষী ও গ্রন্থ থেকে প্রচলিত সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা সম্পর্কে যা জানা যায়–

তথ্য-১

اَلصَّحِيْحُ فَهُوَ مَا اِتَّصَلَ سَنَدُهُ بِالْعُدُوْلِ الضَّابِطِيْنَ مِنْ غَيْرِ شُذُوْذٍ وَلَا عِلَّةٍ

যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র মুত্তাসিল (কোনো স্তরে ছেদ ছাড়া রসুল স. পর্যন্ত পৌঁছেছে), বর্ণনাকারীগণ ন্যায়বান ও স্মৃতিশক্তিতে প্রখর এবং যা শায বা ইল্লাত (মুয়াল্লাল) নয় তাকে সহীহ হাদীস বলা হয়।

(শারফুদ্দীন আন-নববী, আত-তাকরীবু ওয়াত তাইসীরু লি মারিফাতি সুনানিল বাশীর ওয়ান নাজীর ফী উসুলিল হাদীস, বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৯৮৫ খ্রি., পৃ. ১)

তথ্য-২

اَمَّا اَلْحَدِيْثُ اَلصَّحِيْحُ فَهُوَ اَلْحَدِيْثُ اَلْمُسْنَدُ اَلَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ اَلْعَدْلِ اَلضَّابِطِ عَنْ اَلْعَدْلِ اَلضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ, وَلَا يَكُوْنَ شَاذًّا وَلَا مُعَلَّلًا

সহীহ হাদীস হলো সে হাদীস যার বর্ণনাসূত্র শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছে (কোনো স্তরে ছেদ ছাড়া রসুল স. পর্যন্ত পৌঁছেছে), রাবীগণ পূর্ণ 'আদালাত' ও 'যব্ত' গুণসম্পন্ন এবং 'শায' ও 'মুয়াল্লাল' হবে না।

(ইবনে কাছীর, আল বায়িসুল হাদীস শারহু ইখতিসারি উলুমিল হাদীস, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৮ খ্রি., পৃ. ১)

তথ্য-৩

যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র ন্যায়বান ও স্মৃতিশক্তিতে প্রখর ব্যক্তিদের মাধ্যমে রসুল স. পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং যা শায বা ইল্লাত (মুয়াল্লাল) নয় তাকে সহীহ হাদীস বলা হয়।

(বুখারী ও মুসলিম শরীফের ভূমিকা)

তথ্য-৪

মুহাদ্দিসগণ হাদীসকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। এ সমস্ত বিভক্তি হয়েছে হাদীসের বর্ণনাসূত্র ও বর্ণনাকারীদের ভিত্তিতে।

(রিয়াদুস সালেহীন; প্রথম প্রকাশ, ১ম খণ্ড, প্রসঙ্গ কথা, পৃ-৫)

তথ্য-৫

যে হাদীসের বর্ণনাসূত্রে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো মওজুদ আছে তাকে সহীহ হাদীস বলে–

১. মুত্তাসিল সনদ (অবিচ্ছিন্ন বর্ণনাসূত্র)।

২. বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।

৩. বর্ণনাকারীগণ স্বচ্ছ স্মরণশক্তিসম্পন্ন।

৪. যা শায নয়।

৫. যা মুয়াল্লাল নয়।

(এন্তেখাবে হাদীস; ১০ম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-৩৩)

শায হাদীসের সংজ্ঞা

তথ্য-১

একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা করা হাদীসের বক্তব্য বিষয় (মতন) যদি অধিকতর গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা করা হাদীসের বক্তব্য বিষয়ের বিপরীত হয় তাহলে সেটিকে শায বলা হয়। এটিই পরিভাষার দিক দিয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা।

(শরহু নুখবাতিল ফিকার, পৃষ্ঠা-১২৪)

তথ্য-২

ঐ হাদীসকে শায বলে যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত কিন্তু সে হাদীস তার চেয়েও অধিকতর বিশ্বস্ত রাবীর বর্ণনার বিপরীত।

(এন্তেখাবে হাদীস, ১০ম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-৩৩)

♦♦ অনেকে মনে করেন শায হাদীস বাছাই করতে গিয়ে হাদীসের বক্তব্য বিষয় (মতন) পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাই সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হাদীসের বক্তব্য বিষয়ের নির্ভুলতাও যাচাই করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত বিষয় তা নয়। শায হাদীস নির্ণয়ে বিপরীত বক্তব্যধারী দুটি হাদীসকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ পর্যালোচনায় অধিক শক্তিশালী বর্ণনাকারীর বলা হাদীসটিকে সহীহ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আর অপেক্ষাকৃত দুর্বল বর্ণনাকারীর বলা হাদীসটিকে 'শায' নাম দিয়ে বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ শেষ বিচারে এ বাছাইও করা হয়েছে বর্ণনাকারীর ভিত্তিতে। বক্তব্য বিষয়ের ভিত্তিতে নয়।

মুয়াল্লাল হাদীসের সংজ্ঞা

তথ্য-১

'যে হাদীসের বর্ণনাসূত্রে এমন কোনো সূক্ষ্ম ত্রুটি রহিয়াছে যাহাকে কোনো বড়ো হাদীস বিশেষজ্ঞ ছাড়া ধরতে পারে না সে হাদীসকে হাদীসে মুয়াল্লাল বলে। আর এরূপ ত্রুটিকে ইল্লত বলে'।

(মেশকাত শরীফ, ১ম জিলদ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ১৯৮৬)

তথ্য-২

'যে হাদীসের বর্ণনাসূত্রে এমন সূক্ষ্ম ত্রুটি থাকে যা কেবল হাদীসশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞরাই পরখ করতে পারেন তাকে মুয়াল্লাল বলে'।

(এন্তেখাবে হাদীস; ১০ম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-৩৩)

অর্থাৎ হাদীসকে মুয়াল্লাল বলা হয়েছে বর্ণনাসূত্রের ত্রুটির ভিত্তিতে। বক্তব্য বিষয়ের ত্রুটির ভিত্তিতে নয়।

♦♦ উপরিউক্ত তথ্যগুলো থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, বর্ণনাসূত্রে নিম্নের ৫টি গুণ থাকা হাদীসকে 'সহীহ হাদীস' বলে–

১. মুত্তাসিল সনদ (অবিচ্ছিন্ন বর্ণনাসূত্র)।
২. বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।
৩. বর্ণনাকারীগণ স্বচ্ছ স্মরণশক্তিসম্পন্ন।
৪. শায না হওয়া।
৫. মুয়াল্লাল নয়।

তাই নিশ্চিত করে বলা যায়– 'সহীহ হাদীস'-এর সংজ্ঞা হলো বর্ণনাসূত্র (সনদ) নির্ভুল হওয়া হাদীস। অন্যকথায় বলা যায়, হাদীসকে সহীহ বলা হয়েছে বর্ণনাসূত্রের (সনদ) নির্ভুলতার ভিত্তিতে। বক্তব্য বিষয়ের (মতন) নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়। আর তাই একটি হাদীস প্রচলিত হাদীসশাস্ত্র মতে সহীহ হলেও তার বক্তব্য বিষয় গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। তবে এ অবস্থা খুব কম।

গ. জাল (মিথ্যা/বানানো) হাদীস প্রচারের পদ্ধতিসমূহ

পদ্ধতি-১

❑ মুখে মুখে প্রচার করা

নিজ স্বার্থ বা চিন্তা-ভাবনার অনুকূলে একটি তথ্য বানিয়ে তাতে গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারীদের নাম জুড়ে দেওয়া। তারপর সেটিকে রসুল স.-এর হাদীস হিসেবে মুখে মুখে প্রচার করে দেওয়া। এটি জাল হাদীস তৈরি ও প্রচারের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পদ্ধতি।

পদ্ধতি-২

❑ হাদীস সংকলনকারীদের পাণ্ডুলিপিতে তার অজান্তে হাদীস লিখে রাখা

আল্লামা যাইনুদ্দিন ইরাকী (৮০৬ হি.) বলেন, হাদীস জালিয়াতির একটি পদ্ধতি ছিল পুত্র বা পরিবারের কোনো সদস্য পাণ্ডুলিপির মধ্যে মিথ্যা হাদীস লিখে রাখতো। সংকলনকারী বেখেয়ালে তা বর্ণনা করতেন।

(তথ্যসূত্র–

ক. ইরাকী, আত-তাকঈদ, পৃ.-২৮, ২৯।
খ. সুয়ুতী, তাদরীবুর রাবী, খ. ১, পৃ. ২৮১-২৮৪।
গ. ড. খন্দকার আ. ন. ম. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ. ১৩৪)

এ পদ্ধতির পর্যালোচনা : এ পদ্ধতির উদ্দেশ্য ছিল সহজে জাল হাদীসের প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো। তাই বলা যায়– এ পদ্ধতি অখ্যাত মুহাদ্দিসগণের রচিত গ্রন্থে ব্যবহার করা হয়নি। কারণ অখ্যাত মুহাদ্দিসগণের গ্রন্থে থাকা হাদীস তেমন প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতা পায় না। আর তাই এ পদ্ধতিতে জাল হাদীস ঢোকানো হয়েছে প্রধানত বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের রচিত গ্রন্থে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বোঝায় কি?' (গবেষণা সিরিজ-১৯) নামক বইটিতে।

‘ঈমান থাকলেই জান্নাত পাওয়া যাবে’ বক্তব্য ধারণকারী হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে ঈমানের সাথে জান্নাত ও জাহান্নামের সম্পর্কের বক্তব্যধারণকারী হাদীসসমূহ ছয় শ্রেণিতে বিভক্ত–

১. ‘ঈমান ও আমল থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে’ বক্তব্যধারণকারী।
২. ‘ঈমান থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে’ বক্তব্যধারণকারী।
৩. ‘আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু’মিনকে জাহান্নামে যেতে হবে’ বক্তব্যধারণকারী।
৪. ‘মু’মিন জাহান্নামে গেলে চিরকাল সেখানে থাকবে’ বক্তব্যধারণকারী।
৫. ‘আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু’মিনদের জাহান্নামে যাওয়াই লাগবে না’ বক্তব্যধারণকারী।
৬. ‘মু’মিন জাহান্নামে গেলে কিছুকাল শাস্তি ভোগ করে চিরকালের জন্য জান্নাত পাবে’ বক্তব্যধারণকারী।

এখন হাদীসের গ্রন্থসমূহে থাকা একেকটি শ্রেণির হাদীস উল্লেখ করে সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা করা হবে–

১. ‘ঈমান ও আমল থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে’ বক্তব্যধারণকারী হাদীস

বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে থাকা এ ধরনের কিছু হাদীস–

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ বকর ইবন ইসহাক রহ. থেকে শুনে তার ‘আস-সহীহ’ গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত। রসুলুল্লাহ স. বলেছেন, মুনাফিকের চিহ্ন ৩টি– সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানাত রাখলে খিয়ানাত করে।

◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২২১।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : মুনাফিক হলো সে ব্যক্তি যে মুখে ঈমান আনার ঘোষণা দেয় কিন্তু অন্তরে ঈমান আনে না এবং সে প্রকাশ্যে কিছু আমল করলেও গোপনে অনেক ইসলাম বিরোধী কাজ করে। মুনাফিক ব্যক্তির স্থান হবে সর্বনিম্ন স্তরের জাহান্নাম। তাই হাদীসটির শিক্ষা হলো– জান্নাত পেতে হলে ঈমান ও আমল উভয়টি থাকতে হবে।

হাদীস-২

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد ... ...عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلاَّ قَالَ: لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ.

মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে আনাস ইবন মালিক রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ রহ. থেকে শুনে বর্ণনা করা হয়েছে– আনাস রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. এ কথা ছাড়া কখনও খুতবা দিতেন না যে– খিয়ানাতকারীর ঈমান নেই এবং ওয়াদা ভঙ্গকারীর দ্বীন নেই।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-১৩২২২।
- হাদীসটির সনদ হাসান ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির দুটি বক্তব্য হলো– খিয়ানাতকারীর ঈমান নেই এবং ওয়াদা ভঙ্গকারীর দ্বীন নেই। ঈমান ও দ্বীন না থাকা ব্যক্তির জান্নাত পাওয়ার প্রশ্নই আসে না। তাই হাদীসটির শিক্ষা হলো– জান্নাত পেতে হলে ঈমান ও আমল উভয়টি থাকতে হবে।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ... ... ... قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ فِي نَفَرٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا، فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا، وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا، وَفَزِعْنَا، فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا؟ فَلَمْ أَجِدْ، فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَةٍ وَالرَّبِيعُ الْجَدْوَلُ فَاحْتَفَزْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قُلْتُ: كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، فَقُمْتَ فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا، فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا، فَفَزِعْنَا، فَكُنْتُ

أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ، فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ، وَهَؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي، فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ، قَالَ: اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ، فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَقُلْتُ: هَاتَانِ نَعْلَا رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعَثَنِي بِهِمَا مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَخَرَرْتُ لِاسْتِي، فَقَالَ: ارْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَجْهَشْتُ بُكَاءً، وَرَكِبَنِي عُمَرُ، فَإِذَا هُوَ عَلَى أَثَرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قُلْتُ: لَقِيتُ عُمَرَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَنِي بِهِ، فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَيَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لِاسْتِي، قَالَ: ارْجِعْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا عُمَرُ، مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ، وَأُمِّي، أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ، مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ، فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا، فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَلِّهِمْ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরাইরাহ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি যুহাইর বিন হারব থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– একদা আমরা কয়েকজন রসুলুল্লাহ স.-কে ঘিরে বসা ছিলাম। আমাদের সাথে আবূ বকর ও ওমর রা.-ও ছিলেন। হঠাৎ রসুলুল্লাহ স. আমাদের মধ্য থেকে উঠে চলে গেলেন এবং এত বিলম্ব করলেন যাতে আমরা শঙ্কাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। না জানি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আবার কোনো বিপদে পড়লেন কি না। এতে আমরা ঘাবড়িয়ে গেলাম এবং উঠে বের হয়ে পড়লাম। অবশ্য সকলের মধ্যে আমিই প্রথম ভীত হয়ে পড়েছিলাম। তাই রসুলুল্লাহ স.-এর সন্ধানে আমি সকলের আগে বের হলাম। এমনকি খুঁজতে খুঁজতে আমি বানী নাজ্জার গোত্রের জনৈক আনসারীর প্রাচীর বেষ্টিত বাগানের কাছে পৌঁছলাম। ভেতরে প্রবেশ করার জন্য তার চারদিকে দরজা খুঁজতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি বাইরের একটি কূপ থেকে একটি ছোটো নালা এসে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তিনি বলেন, আমি জড়সড়ো হয়ে

তাতে প্রবেশ করলাম এবং ধীরে ধীরে রসুলুল্লাহ স.-এর কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। তিনি (আমাকে তাঁর সামনে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে) বললেন, আবূ হুরায়রা কি! আমি বললাম– জি, হে আল্লাহর রসুল! তিনি বললেন, কী ব্যাপার? (তুমি এখানে?) আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আপনি আমাদের মধ্যে বসা ছিলেন, হঠাৎ উঠে চলে আসলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আপনাকে ফিরে আসতে না দেখে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। (আল্লাহ না করুন) আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপনি কোনোরূপ বিপদের সম্মুখীন হলেন কি না। এজন্য আমরা সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়ি এবং সকলের মধ্যে আমিই প্রথম ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। অতঃপর (আপনাকে খোঁজ করতে করতে) এ বাগানের দিকে আসি এবং শিয়ালের মতো খুব সরু হয়ে বাগানে প্রবেশ করি। আর অন্যরাও (আপনার জন্য) আমার পেছনে আসছে। রসুলুল্লাহ স. তাঁর জুতা দুটো আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, হে আবূ হুরায়রাহ! আমার জুতা দুটি সাথে নিয়ে যাও! (তুমি আমার কাছে এসেছিলে লোকেরা যেন বুঝতে পারে তার নিদর্শনস্বরূপ)। আর বাগানের বাইরে যাদের সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে তাদের মধ্যে যারা অন্তরের স্থির বিশ্বাসের সাথে ঘোষণা দিবে 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই' তাদেরকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দেবে। আবূ হুরায়রাহ রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স.-এর নিদর্শন নিয়ে (বাইরে আসলে) প্রথমেই ওমর-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আবূ হুরায়রা! এ জুতা দুটি কার? আমি বললাম, এ জুতা দুটি রসুলুল্লাহ স.-এর। তিনি এ জুতা দুটি আমার কাছে দিয়ে বলেছেন, 'যে অন্তরের স্থির বিশ্বাসের সাথে সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই' আমি যেন তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেই। এ কথা শোনামাত্রই ওমার আমার বুকের ওপর এমন ঘুষি মারলেন যে, আমি চিত হয়ে পড়ে গেলাম। অতঃপর ওমর আমাকে বললেন, ফিরে যাও হে আবূ হুরায়রা! তাই আমি কাঁদতে কাঁদতে রসুলের কাছে ফিরে এলাম। (আমার মনে ওমরের ভয় ছিল) পেছন ফিরে দেখি ওমর আমার সাথে এসে পৌঁছেছেন। রসুলুল্লাহ স. (কাঁদতে দেখে) জিজ্ঞেস করলেন, হে ওমর! এমন করলে কেন? ওমর রা. বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক। আপনি কি আপনার জুতা দুটি দিয়ে আবূ হুরায়রাকে পাঠিয়েছেন এ বলে– যে ব্যক্তি অন্তরের স্থির বিশ্বাসের সাথে সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাকে যেন সে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়? রসুলুল্লাহ স. বললেন, হ্যাঁ। ওমর বললেন, এরূপ বলবেন না। আমার আশঙ্কা হয় মানুষ এর ওপর ভরসা করে থাকবে (এবং আমল ছেড়ে দেবে)। সুতরাং তাদেরকে আমল করতে দিন। একথা শুনে রসুলুল্লাহ স. বললেন, তাহলে তাদেরকে আমল করতে দাও।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৫২।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে দেখা যায়– আবু হুরায়রা রা-কে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি দেওয়ার কারণে রসুল স. ওমর রা.-কে তিরস্কার করেননি বরং তিনি ওমর রা-এর যুক্তি গ্রহণ করেছেন। তাই হাদীসটির শিক্ষা হলো– জান্নাত পেতে হলে ঈমান ও আমল উভয়টি থাকতে হবে।

হাদীস-৪

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবন আইয়ুব রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১৮১।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : মানুষের অনিষ্ট করা কবীরা গুনাহ। তাই হাদীসটির শিক্ষা হলো– জান্নাত পেতে হলে ঈমান ও কবীরা গুনাহমুক্ত আমল থাকতে হবে।

হাদীস-৫

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ... ... عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ.

ইমাম ইবন মাজাহ রহ. আবূ দারদা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হিশাম ইবন আম্মার রহ. থেকে শুনে তিনি তার 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ দারদা রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– মদে আসক্ত ব্যক্তি কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

- ♦ ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৫০১।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : মদাসক্ত হওয়া কবীরা গুনাহ। তাই হাদীসটির শিক্ষা হলো– জান্নাত পেতে হলে ঈমান ও কবীরা গুনাহমুক্ত আমল থাকতে হবে।

হাদীস-৬

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ... ... ... فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ.

ইমাম বুখারী রহ. হুযাইফা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবূ নুআইম রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি রসুল স.-কে বলতে শুনেছি, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– গীবতকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬০৫৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : গীবত করা কবীরা গুনাহ। তাই হাদীসটির শিক্ষা হলো– জান্নাত পেতে হলে ঈমান ও কবীরা গুনাহমুক্ত আমল থাকতে হবে।

হাদীস-৭

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ... ... ... جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ.

ইমাম বুখারী রহ. যুবাইর ইবন মুত'ঈম রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবন বুকাইরি রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– যুবাইর ইবন মুত'ঈম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫৯৮৪।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা কবীরা গুনাহ। তাই হাদীসটির শিক্ষা হলো– জান্নাত পেতে হলে ঈমান ও কবীরা গুনাহমুক্ত আমল থাকতে হবে।

হাদীস-৮

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ... ... ... عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلاَ الْجَعْظَرِيُّ. قَالَ وَالْجَوَّاظُ الْغَلِيظُ الْفَظُّ.

ইমাম আবূ দাউদ রহ. হারিসা ইবনু ওয়াহব রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ বাকর ও উসমান ইবন শায়বা রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে

লিখেছেন– হারিসা ইবনু ওয়াহব রা. সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– জাওয়ায ও জা'যারি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তিনি বলেন, জাওয়ায হলো– অভদ্র, অসামাজিক, রূঢ়, উদারতাহীন, উচ্ছৃঙ্খল, কর্কশ, বদমেজাজি আচরণ।

- আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৪৮০৩।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : অভদ্র, অসামাজিক, রূঢ়, উদারতাহীন, উচ্ছৃঙ্খল, কর্কশ, বদমেজাজি আচরণ করা কবীরা গুনাহ। তাই হাদীসটির শিক্ষা হলো– জান্নাত পেতে হলে ঈমান ও কবীরা গুনাহমুক্ত আমল থাকতে হবে।

হাদীস-৯

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ... ... عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

ইমাম আবূ দাউদ রহ. সাওবান রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি সুলাইমান ইবন হারব রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– যদি কোনো মহিলা অহেতুক তার স্বামীর কাছে তালাক চায়, তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধও হারাম হয়ে যায়।

- আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২২২৮।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : অহেতুক স্বামীর কাছে তালাক চাওয়া কবীরা গুনাহ। তাই হাদীসটির শিক্ষা হলো– জান্নাত পেতে হলে ঈমান ও কবীরা গুনাহমুক্ত আমল থাকতে হবে।

হাদীস-১০

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ... ... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

ইমাম ইবন মাজাহ রহ. আব্দুল্লাহ ইবন আমর রা.-র বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ কুরাইব রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবন আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা করলো সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।

- ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৭৮৮
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা করা কবীরা গুনাহ। তাই হাদীসটির শিক্ষা হলো– জান্নাত পেতে হলে ঈমান ও কবীরা গুনাহমুক্ত আমল থাকতে হবে।

হাদীস-১১

حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ... ... ... عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا، فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى؟،

ইমাম মুসলিম রহ. ইমরান ইবনে হোসাইন রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবু গাসসান মালেক বিন আব্দুল ওয়াহেদ আল-মিসমায়ী থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– ইমরান ইবনে হোসাইন রা. বলেন, জোহায়না গোত্রের একজন মহিলা যিনার মাধ্যমে গর্ভবতী হয়ে রসুলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে বলেন– হে আল্লাহর রসুল! আমি যিনার অপরাধ করেছি, আমাকে এর শাস্তি দেন। রসুলুল্লাহ স. তার অভিভাবককে ডেকে বললেন– এর সাথে সদ্ব্যবহার করবে। এ সন্তান প্রসব করলে আমার কাছে নিয়ে আসবে। তাই করা হলো। রসুলুল্লাহ স. তার যিনার শাস্তির হুকুম দিলেন। তারপর তার শরীরের কাপড় ভালো করে বেঁধে দেওয়া হলো এবং হুকুম অনুযায়ী তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হলো। রসুলুল্লাহ স. তার জানাযার নামায পড়ালেন। এজন্য উমর রা. তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রসুল! এ তো যিনা করেছে, তবু আপনি এর জানাযার নামাজ পড়ছেন? তিনি বললেন– সে এমন তাওবা করেছে যে, তা সত্তরজন মদীনাবাসীর মধ্যে ভাগ করে দিলেও তা সকলের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। যে মহিলা তার নিজের প্রাণকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দেয় তার এরূপ তাওবার চেয়ে ভালো তাওবা তোমাদের কাছে আছে কি?

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ১৬৯৬।
- হাদীসটি সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : যিনা করা কবীরা গুনাহ। তাই হাদীসটি থেকে জানা যায়– মন থেকে তাওবা করলে যিনাসহ সকল কবীরা গুনাহ (মানুষের হক ফাঁকি দেওয়ার গুনাহ ছাড়া) মাফ হয়ে যায়।

হাদীস-১২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْأَحْمَد ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ فُلَانَةَ تَذْكُرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي النَّارِ. قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ فُلَانَةَ تَذْكُرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَأَنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ.

আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ রহ. থেকে শুনে 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে– আবু হুরায়রা রা. বলেন, জনৈক ব্যক্তি বললো, ইয়া রসুলাল্লাহ স.! অমুক মহিলা সালাত, সিয়াম ও যাকাতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তবে সে নিজ মুখ দিয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী। লোকটি আবার বললো– ইয়া রসুলাল্লাহ স.! অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম সিয়াম রাখে, সাদকা কম করে এবং সালাতও কম পড়ে। তার দানের পরিমাণ হলো পনিরের টুকরা বিশেষ। কিন্তু সে নিজ মুখ দিয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। তিনি (রসুল স.) বললেন– সে জান্নাতী।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৯৯২৬।
- হাদীসটির সনদ হাসান ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– প্রচুর সালাত, যাকাত, সিয়াম আদায় করলেও প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট দিলে জাহান্নামে যেতে হবে। প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট দেওয়া কবীরা গুনাহ। তাই হাদীসটির শিক্ষা হলো– জান্নাত পেতে হলে ঈমান, সালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদি উপাসনামূলক আমল করার সাথে অন্যায় কাজ থেকেও দূরে থাকতে হবে তথা যথাযথ আমল থাকতে হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ ছাড়াও অসংখ্য হাদীস থেকে জানা যায়–

১. জান্নাত পেতে হলে ঈমান ও যথাযথ আমল থাকতে হবে।

২. কবীরা গুনাহ তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে নিয়ে পরকালে গেলে জান্নাত পাওয়া যাবে।

হাদীসগুলোর গ্রহণযোগ্যতা

হাদীসগুলোর সনদ (বর্ণনাধারা) সহীহ এবং মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআন ও আকলে সালিমের সাথে সংগতিশীল। তাই হাদীসগুলো গ্রহণযোগ্য এবং অত্যন্ত শক্তিশালী।

২. 'ঈমান থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে' বক্তব্যধারণকারী হাদীস

এ শ্রেণির হাদীসগুলোতে রসুল স. শুধু বলেছেন 'ঈমান থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে'। অর্থাৎ আমলের বিষয়টি উল্লেখ করেননি। বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে থাকা এ ধরনের কিছু হাদীস–

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ غَيْرَكَ قَالَ: قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ، فَاسْتَقِمْ .

ইমাম মুসলিম রহ. সুফইয়ান ইবন আবদিল্লাহ আস-সাকাফী রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবূ বকর বিন আবী শাইবাহ থেকে শুনে 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– সুফিয়ান বিন আবদিল্লাহ আস-সাকাফী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম– হে আল্লাহর রসুল! আপনি আমাকে ইসলামের এমন একটি কথা বলে দিন যে সম্পর্কে আপনার পর, অপর বর্ণনায় আছে 'আপনি ছাড়া' আমাকে আর কারো কাছে জিজ্ঞেস করতে না হয়। নবী স. বললেন, তুমি বলো 'আমি আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি' এবং এ ঘোষণায় স্থায়ী থাকো।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৬২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ، فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: مَهْلًا، لِمَ تَبْكِي؟ فَوَاللهِ لَئِنْ

اسْتُشْهِدْتُ لَأَشْهَدَنَّ لَكَ، وَلَئِنْ شُفِّعْتُ لَأَشْفَعَنَّ لَكَ، وَلَئِنِ اسْتَطَعْتُ لَأَنْفَعَنَّكَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ مَا مِنْ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ إِلَّا حَدَّثْتُكُمُوهُ، إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا وَسَوْفَ أُحَدِّثُكُمُوهُ الْيَوْمَ، وَقَدِ أُحِيطَ بِنَفْسِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ.

ইমাম মুসলিম রহ. সুনাবিহ রহ.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি কুতাইবা ইবন সাঈদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– সুনাবিহী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি 'উবাদা ইবনু সামিত রা.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। সুনাবিহী রহ. বলেন, 'উবাদা ইবনু সামিত রা. যখন মৃত্যুশয্যায় তখন আমি তার কাছে গেলাম, (তাকে দেখে) আমি কেঁদে ফেললাম। এ সময় তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন– থামো, কাঁদছো কেন? আল্লাহর কসম! আমাকে যদি সাক্ষী বানানো হয়, আমি তোমার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেবো, আর যদি সুপারিশ করার অধিকারী হই তবে তোমার জন্য সুপারিশ করবো। আর যদি তোমার কোনো উপকার করতে পারি, নিশ্চয়ই সেটাও করবো। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! এ যাবৎ আমি রসুলুল্লাহ স. থেকে যেসব হাদীস শুনেছি, যার মধ্যে তোমাদের জন্য কল্যাণ আছে তা আমি অবশ্যই তোমাদের কাছে বর্ণনা করেছি। কিন্তু একটিমাত্র হাদীস (যা এতদিন তোমাদেরকে বলিনি) আজ আমি তোমাদের কাছে বর্ণনা করবো। কেননা বর্তমানে আমি মৃত্যুর বেষ্টনীতে আবদ্ধ। আমি রসুলুল্লাহ্ স.-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দেয় যে– "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ স. আল্লাহর রসুল, আল্লাহ তার ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন।"

- ◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ১৫১।
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ.

ইমাম মুসলিম রহ. ওসমান রা.-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তিদ্বয় আবূ বকর বিন আবী শাইবাহ ও যুহাইর বিন হারব থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– ওসমান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন–

যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস নিয়ে মারা যাবে যে, "আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই" সে জান্নাতে যাবে।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৪৩।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أحمد ... ... عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ ﷺ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রহ. মু'আয বিন জাবাল রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইবরাহীম বিন মাহদী থেকে শুনে তার 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– মু'আয বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– জান্নাতের চাবি হচ্ছে "আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই" বলে (অন্তরের সাথে) সাক্ষ্য দেওয়া।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ২২১০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ.

ইমাম বুখারী আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল আযীয রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– একদা আল্লাহর রসুলকে প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রসুল! কিয়ামতের দিন আপনার সুপারিশ লাভের ব্যাপারে কে সবচেয়ে অধিক সৌভাগ্যবান হবে? রসুল স. বললেন, আবূ হুরায়রা! আমি মনে করেছিলাম, এ বিষয়ে তোমার আগে আমাকে আর কেউ জিজ্ঞেস করবে না। কেননা আমি দেখেছি হাদীসের প্রতি তোমার বিশেষ লোভ রয়েছে। কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত লাভে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি যে একনিষ্ঠচিত্তে لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই) বলবে।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৯৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم... ... ... عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ মালিক রহ.-এর বর্ণনা সনদের ৩য় ব্যক্তি সুওয়াইদ ইবন সাঈদ রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ মালিক তার পিতার সূত্র থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, এ কথা স্বীকার করে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যকে অস্বীকার করে, তার জান-মাল নিরাপদ। আর তার হিসাব-নিকাশ আল্লাহর কাছে।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ১৩৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ النَسائِي ... ... أَبَاذَرٍّ، قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، خَيِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ، قِيلَ: وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ.

ইমাম আন-নাসাঈ রহ. আবূ যার রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি ইমরান ইবন বাক্কার রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ যার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ স.-এর কাছে জিবরাইল আসলেন এবং বললেন– হে মুহাম্মাদ স.! আপনার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি শিরক করেনি আর এমতাবস্থায় সে ইন্তিকাল করলো, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাকে বলা হলো– যদি সে যিনা করে, যদি সে চুরি করে? তিনি বললেন– যদিও সে যিনা করে, যদিও সে চুরি করে।

- নাসাঈ, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদীস নং- ১০৯৬১।

হাদীস-৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ النَسائِي ... ... عن عثمان بن عفان عن النبي ﷺ قال : من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة.

ইমাম আন-নাসাঈ রহ. আবূ যার রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে লিখেছেন–
উছমান ইবন আফ্ফান রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– যে ব্যক্তি لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ বলে সাক্ষ্য দেবে এবং (এর ওপর) ইন্তিকাল করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

◆ নাসাঈ, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদীস নং- ১০৯৫২।

হাদীসগুলোর গ্রহণযোগ্যতা

হাদীসগুলোর বর্ণনাধারা (সনদ) সহীহ। আর হাদীসগুলোর বক্তব্যে (মতন) শুধু বলা হয়েছে– 'ঈমান থাকলে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে'। আমলের প্রয়োজন হবে কি হবে না তা উল্লেখ করা হয়নি। রসুল স.-এর জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় স্থান, কাল ও পাত্রভেদে তিনি একটি বিষয়–

- কোনো স্থানে পূর্ণভাবে বলেছেন।
- কোনো স্থানে বিষয়টির একটি দিক বলেছেন।
- অন্য স্থানে অন্যদিক বলেছেন।

তাই হাদীস ব্যাখ্যার একটি মূলনীতি হলো– একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে বক্তব্যের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রথম বিভাগে উল্লিখিত বহু হাদীসে আমরা দেখেছি রসুল স. বলেছেন– মু'মিনকে জান্নাত পেতে হলে ঈমানের সাথে যথাযথ আমলও থাকতে হবে। এ কারণে বলা যায়– আলোচ্য হাদীসগুলো যে সাহাবীগণের সামনে বলা হয়েছিল সেখানে প্রয়োজন না থাকায় রসুল স. আমলের বিষয়টি উল্লেখ করেননি। ঐ সাহাবীগণের জানা ছিল আমল অবশ্যই লাগবে।

তাই চূড়ান্তভাবে বলা যায়– আলোচ্য হাদীসগুলোতে রসুল স. প্রকৃতভাবে বলেছেন ঈমান ও যথাযথ আমল থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে। এ বক্তব্য কুরআন ও আকলে সালিমের সাথে সংগতিশীল। তাই আলোচ্য বিভাগের হাদীসগুলো গ্রহণযোগ্য হবে।

৩. 'আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনকে জাহান্নামে যেতে হবে' বক্তব্যধারণকারী হাদীস

এ ধরনের বক্তব্যধারণকারী কিছু হাদীস–

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ... ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ هَذَا مِنْ أَهْلِ

النَّارِ. فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ مِنْ أَشَدِّ الْقِتَالِ ، وَكَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ فَأَثْبَتَتْهُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الَّذِى تَحَدَّثْتَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَدْ قَاتَلَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَشَدِّ الْقِتَالِ ، فَكَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ . فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَرْتَابُ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ وَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجِرَاحِ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ ، فَانْتَزَعَ مِنْهَا سَهْمًا فَانْتَحَرَ بِهَا ، فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَدَّقَ اللَّهُ حَدِيثَكَ ، قَدِ انْتَحَرَ فُلاَنٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا بِلاَلُ قُمْ فَأَذِّنْ ، لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ .

ইমাম বুখারী রহ. আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হিব্বান ইবন মূসা রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমরা খাইবার যুদ্ধে গিয়েছিলাম। রসুলুল্লাহ স. তখন তাঁর সঙ্গীদের মধ্য থেকে মুসলিম হওয়ার দাবিদার এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, লোকটি জাহান্নামী। এরপর যুদ্ধ শুরু হলে লোকটি ভীষণভাবে যুদ্ধ চালিয়ে গেল, এমনকি তার দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। এতে কারো কারো (রসুলুল্লাহ স.-এর ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর) সন্দেহ সৃষ্টি হলো। অতঃপর লোকটি আঘাতের যন্ত্রণায় অসহ্য হয়ে তূণীরের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সেখান থেকে তীর বের করে আনল। আর তীরটি নিজের বক্ষদেশে ঢুকিয়ে আত্মহত্যা করলো। তা দেখে কতিপয় মুসলিম দ্রুত ছুটে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আল্লাহ আপনার কথাকে সত্য প্রমাণিত করেছেন। ঐ লোকটি নিজেই নিজের বক্ষে আঘাত করে আত্মহত্যা করেছে। তখন তিনি বললেন, হে অমুক! দাঁড়াও এবং ঘোষণা দাও যে, মু'মিন ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। অবশ্য আল্লাহ ফাসিক ব্যক্তির মাধ্যমেও দ্বীনের সাহায্য করে থাকেন।

মা'মার রহ. যুহরী রহ. থেকে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনায় শু'আয়ব রহ.-এর অনুসরণ করেছেন।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩৯৬৭।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : আত্মহত্যা করা কবীরা গুনাহ। তাই এ হাদীসটিরও মূলশিক্ষা হলো– আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনকে জাহান্নামে যেতে হবে।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا فُلاَنٌ شَهِيدٌ فُلاَنٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فُلاَنٌ شَهِيدٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلاَّ إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ. قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ أَلاَ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ.

ইমাম মুসলিম রহ. আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি যুহাইর ইবন হারব রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, উমার ইবনু খাত্তাব রা. বলেন– খাইবারে অমুক অমুক শহীদ হয়েছেন। অবশেষে এক ব্যক্তি প্রসঙ্গে তাঁরা বললেন যে, সেও শহীদ হয়েছে। রসুলুল্লাহ স. বললেন– কখনই না। গনিমতের মাল থেকে চাদর আত্মসাৎ করার জন্য আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি। তারপর রসুলুল্লাহ স. বললেন– হে খাত্তাবের পুত্র! যাও লোকদের মাঝে ঘোষণা করে দাও যে, 'জান্নাতে কেবলমাত্র (কবীরা গুনাহমুক্ত) মু'মিনরাই প্রবেশ করবে'। উমার ইবনু খাত্তাব রা. বলেন, তারপর আমি বের হলাম এবং ঘোষণা করে দিলাম, "সাবধান! শুধুমাত্র (কবীরা গুনাহমুক্ত) মু'মিনরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩২৩।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির মূলশিক্ষা হলো– আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনকে জাহান্নামে যেতে হবে।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... عَنْ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ

اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ سَلِينِي بِمَا شِئْتِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ সালামা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি হারমালা ইবন ইয়াহইয়া রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান রা. আবু হুরায়রা রা. থেকে শুনে বলেন, وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ (আর তুমি তোমার পরিবার ও নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করো)– আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রসুলুল্লাহ স. ঘোষণা করেন– হে কুরাইশ সকল! আল্লাহর জন্য নিজেদের পাথেয় সংগ্রহ করো। আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে তোমাদের কোনো উপকার করার ক্ষমতা আমার নেই। হে বনী আব্দুল মুত্তালিব! হে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব! হে আল্লাহর রসুলের ফুফু সাফিয়্যা! হে রসুলুল্লাহর কন্যা ফাতেমা, আমার সম্পদ থেকে যা খুশি চাও। আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে তোমার কোনো উপকার করার ক্ষমতা আমার নেই।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫২৫।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– রসুল স. তার আত্মীয়-স্বজন এমনকি তাঁর প্রাণপ্রিয় কন্যা ফাতিমা রা.-কেও আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে কোনো উপকার করতে পারবেন না। তাহলে বলা যায়– আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিন বা কাফির কাউকে পরকালে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে রসুল স. কোনো উপকার করতে পারবেন না। অর্থাৎ আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিন বা কাফির সকলকে জাহান্নামে যেতে হবে।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ... ... ... عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ وَلاَ مَنَّانٌ وَلاَ بَخِيلٌ.

ইমাম তিরমিযী রহ. আবূ বাকর সিদ্দীক রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আহমাদ ইবন মুনী' রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ

বাক্‌র সিদ্দীক রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– প্রতারক, উপকার করে খোঁটা দানকারী ও কৃপণ জান্নাতে যেতে পারবে না।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২০৯০।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : প্রতারণা, উপকার করার পর খোঁটা দেওয়া এবং কৃপণতা করা প্রত্যেকটি কবীরা গুনাহ। তাই হাদীসটির শিক্ষা হলো– আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিন জান্নাত পাবে না তথা জাহান্নামে যাবে।

হাদীস-৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ

ইমাম মুসলিম রহ. আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা.-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–

'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. বলেছেন– যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, মানুষ চায় যে তার পোশাক সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক। এটিও কি অহংকার? রসুল স. বললেন– 'আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন। প্রকৃতপক্ষে অহংকার হচ্ছে দম্ভভরে সত্য ও ন্যায় অস্বীকার করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা।'

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২৭৫।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : অহংকার করা কবীরা গুনাহ। তাই হাদীসটির শিক্ষা হলো– আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিন জান্নাত পাবে না তথা জাহান্নামে যাবে।

হাদীস-৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ ওয়ায়িল রহ.-এর বর্ণনা সনদের ৩য় ব্যক্তি শায়বান ইবন ফাররুখ রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ ওয়ায়িল রহ. থেকে বর্ণিত, হুযাইফাহ রা.-এর কাছে খবর পৌঁছল যে, এক ব্যক্তি চোগলখোরী করে বেড়ায়। তিনি বললেন, আমি রসুলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, কোনো চোগলখোরই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩০৩
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : চোগলখোরী করা কবীরা গুনাহ। তাই হাদীসটির শিক্ষা হলো– আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিন জান্নাত পাবে না তথা জাহান্নামে যাবে।

হাদীস-৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ النَسَائِي ... ... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلاَ عَاقٌّ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ.

ইমাম নাসাঈ রহ. আব্দুল্লাহ ইবন আমর রা.-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবদুল্লাহ ইব্ন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. বলেছেন– উপকার করে খোঁটা দানকারী আর মাতা-পিতার অবাধ্যতাকারী এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

- নাসাঈ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৫৬৯০।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : উপকার করে খোঁটা দেওয়া, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া এবং মাদকাসক্ত হওয়া কবীরা গুনাহ। তাই হাদীসটির শিক্ষা হলো– আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিন জান্নাত পাবে না তথা জাহান্নামে যাবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : এগুলোসহ বহু হাদীসের শিক্ষা হলো– আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিন জান্নাত পাবে না তথা জাহান্নামে যাবে।

হাদীসগুলোর গ্রহণযোগ্যতা

হাদীসগুলোর সনদ (বর্ণনাধারা) সহীহ এবং মতন (বক্তব্যবিষয়) কুরআন ও আকলে সালিমের এ বিষয়ের বক্তবের সম্পূরক। তাই হাদীসগুলো গ্রহণযোগ্য এবং অত্যন্ত শক্তিশালী।

৪. 'মু'মিন জাহান্নামে গেলে চিরকাল সেখানে থাকবে' বক্তব্যধারী হাদীস

এ ধরনের বক্তব্যধারণকারী হাদীসের কয়েকটি–

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يُدْخِلُ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ كُلٌّ خَالِدٌ فِيمَا هُوَ فِيهِ.

ইমাম মুসলিম রহ. আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি যুহাইর ইবন হারব রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– নাফে রা. থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তখন একজন ঘোষক উভয়ের প্রতি ঘোষণা করবেন– হে জাহান্নামবাসী! তোমাদের আর কখনো মৃত্যু হবে না। হে জান্নাতবাসী! তোমাদেরও আর মৃত্যু হবে না। যে যেখানে আছ চিরদিন সেখানে থাকবে।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৭৩৬২।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ. وَلِأَهْلِ النَّارِ يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ.

ইমাম বুখারী রহ. আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের চতুর্থ ব্যক্তি আবুল ইয়ামান রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– (মানুষকে জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ করানোর পর) ঘোষণা করা হবে, হে জান্নাতবাসী! চিরদিন থাকো মৃত্যুহীনভাবে। হে জাহান্নামবাসী! চিরদিন থাকো মৃত্যুহীনভাবে।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬১৭৯।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الطبراني ... ... عَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ قَالَ: لَمَا بَعَثَنِي رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْكُمْ واعْمَلُوا أن الْمَرء اِلَى الْجَنَّةِ اَوْ إِلَى النَّارِ وَخُلُوْدُ لَا مَوْت وَاَقَامَة لَا ظَعَنُ فِيْ اَجْسَادٍ لَا تَمُوْتَ.

ইমাম ত্বাবারানী রহ. মুআজ ইবন জাবাল রা.-এর বর্ণনা সনদের পঞ্চম ব্যক্তি আহমাদ রহ. থেকে শুনে তার 'মুজাম' গ্রন্থে লিখেছেন– মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বলেন, রসুল স. তাঁকে ইয়েমেনে প্রেরণ করলে তিনি সেখানে পৌঁছে জনতাকে বলেন– হে লোকেরা! আমি তোমাদের কাছে রসুল স.-এর দূত হিসেবে এসেছি। তিনি তোমাদের এ খবর জানাতে বলেছেন যে, সকলকে আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। গন্তব্যস্থান হবে জান্নাত বা জাহান্নাম। উভয়টিতে অবস্থান হবে চিরস্থায়ী। মৃত্যু নেই সেখানে। নেই স্থানান্তর। সেখানকার অবস্থান হবে দৈহিক ও মৃত্যুহীন।

- ত্বাবারানী, হাদীস নং- ১৬৫১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৪

أخرج الإمام الطبراني ... ... عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْ قِيلَ لِأَهْلِ النَّارِ: إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ فِي النَّارِ عَدَدَ كُلِّ حَصَاةٍ فِي الدُّنْيَا لَفَرِحُوا بِهَا، وَلَوْ قِيلَ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ فِي الْجَنَّةِ عَدَدَ كُلِّ حَصَاةٍ فِي الدُّنْيَا لَحَزِنُوا، وَلَكِنْ جُعِلَ لَهُمُ الْأَبَدُ.

ইমাম আত-ত্বাবারানী রহ. আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইসহাক ইবন খালাওয়াইহিল ওয়াসিতিয়্যু রহ. থেকে শুনে তার 'আল-মু'জামুল কাবীর' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– জাহান্নামবাসীদের যদি বলা হয়, দুনিয়ার সকল পাথরের সমপরিমাণ সময় তোমরা জাহান্নামে থাকবে তবে তারা অবশ্যই খুশি হবে। আবার জান্নাতবাসীদের যদি বলা হয় দুনিয়ার সকল পাথরের সমপরিমাণ সময় তোমরা জান্নাতে থাকবে তবে তারা অবশ্যই দুঃখিত হবে। কিন্তু তাদের অবস্থান হবে চিরস্থায়ী।

- তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হাদীস নং- ১০৩৮৪; আল-জামিউস সগীর (সুয়ূতী রহ. রচিত) এবং মাজমা'উয্ যাওয়ায়েদ (হাইছামী রহ. রচিত)। তাফসীরে মাযহারীতে সুরা হুদের ১০৫-১০৭ নং আয়াতের তাফসীরে হাদীসটি ব্যবহার করা হয়েছে।

সম্মিলিত শিক্ষা : হাদীসসমূহের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থান হবে চিরস্থায়ী। অর্থাৎ যে জান্নাতে যাবে সে চিরকাল সেখানে থাকবে এবং যে জাহান্নামে যাবে সেও চিরকাল সেখানে থাকবে।

হাদীসগুলোর গ্রহণযোগ্যতা

হাদীসগুলোর সনদ (বর্ণনাধারা) সহীহ এবং মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআন ও আকলে সালিমের সম্পূরক। তাই হাদীসগুলো গ্রহণযোগ্য এবং অত্যন্ত শক্তিশালী।

৫. 'আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনদের জাহান্নামে যেতেই হবে না' বক্তব্যধারণকারী হাদীস।

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... عَنْ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ، أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ.

ইমাম বুখারী রহ. উবাদাহ ইবন সামিত রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি সাদাকাহ ইবনুল ফাদর রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন-

উবাদাহ ইবন সামিত রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– 'যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর দাস ও রসুল, ঈসাও আল্লাহর দাস ও রসুল, তাঁর বাঁদীর সন্তানও আল্লাহর কালেমা বিশেষ যা তিনি মরিয়মের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে (প্রেরিত) রূহ এবং জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে জান্নাত দান করবেন; **তার আমল যা-ই থাকুক না কেন?**

◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৩৪৩৫।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বক্তব্য হলো– ঈমানের ঘোষণাকারী ব্যক্তি জান্নাতে যাবে তার আমল যা-ই থাকুক না কেন। অর্থাৎ আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকলেও মু'মিন ব্যক্তিরা প্রথম থেকেই জান্নাত পাবে। জাহান্নামে তাদের যাওয়াই লাগবে না।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاوُدَ ... ... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي.

ইমাম আবূ দাউদ রহ. আনাস ইবন মালিক রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি সুলাইমান ইবন হারব রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–

আনাস রা. বলেন, নবী স. বলেছেন– আমার উম্মতের কবীরা গুনাহকারীগণ আমার শাফায়াত লাভ করবে।

◆ আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ৪৭৪১।

ব্যাখ্যা : রসুল স.-এর শাফায়াত লাভ করা ব্যক্তি জান্নাত পাবে এটিই প্রচলিত কথা। তাই হাদীসটির শিক্ষা হলো– আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনকে জাহান্নামে যাওয়াই লাগবে না। প্রথম থেকেই তারা জান্নাত লাভ করবে।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... أَنَّ أَبَا ذَرٍّ حَدَّثَهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُوَ نَائِمٌ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ : مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ ، إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ . قُلْتُ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ . قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ . قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ .

ইমাম বুখারী রহ. আবূ যার রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবূ মা'মার রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ যার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি নবী স.-এর কাছে আসলাম। তাঁর পরনে তখন সাদা পোশাক ছিল। তখন তিনি ছিলেন নিদ্রিত। কিছুক্ষণ পর আবার এলাম, তখন তিনি জেগে গেছেন। তিনি বললেন– কোনো বান্দা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললে এবং এর ওপরে মারা গেলে তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ করা ছাড়া অন্যকিছু ঘটবে না। আমি বললাম– সে যদি যিনা করে, সে যদি চুরি করে? তিনি বললেন– যদি সে যিনা করে, যদি সে চুরি করে তবুও। আমি জিজ্ঞেস করলাম– সে যদি যিনা করে, সে যদি চুরি করে তবুও? তিনি বললেন– হ্যাঁ, সে যদি যিনা করে, সে যদি চুরি করে তবুও। আমি বললাম– যদি সে যিনা করে, যদি সে চুরি করে তবুও? যদি সে যিনা করে, যদি সে চুরি করে তবুও। আবূ যারের নাক কাটা গেলেও (আবূ যারের মানতে কষ্ট হলেও)।

◆ বুখারী *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৬৯৬৯; মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ১৮১।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির সরাসরি শিক্ষা হলো– আমলনামায় যিনা ও চুরি তথা কবীরা গুনাহ থাকলেও মু'মিন ব্যক্তিদের জাহান্নামে যাওয়া লাগবে না। প্রথম

থেকেই তারা জান্নাত লাভ করবে। আবু যার রা.-এর তিনবার রসুল স.-কে প্রশ্ন করা থেকে বোঝা যায় বিষয়টি তাঁর মানতে কষ্ট হচ্ছিল। রসুল স.-এর বলা 'আবূ যারের নাক কাটা গেলেও' বক্তব্যটি থেকে এটি বোঝা যায়।

হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম বুখারীর ব্যাখ্যা : হাদীসটি প্রযোজ্য হবে যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় বা আগে তাওবা করবে ও লজ্জিত হবে এবং বলবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তার জন্য। এটিতে তার আগের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (কিন্তু হাদীসটিতে তাওবার কথা উল্লেখ নেই। আর মৃত্যুর সময় তাওবা করলে সে তাওবা কবুল হয় না। কবুল হতে হলে তাওবা করতে হবে 'গরগরা' আসার আগে। অর্থাৎ মৃত্যুর এমন সময় আগে যখন ব্যক্তির গুনাহ করার জ্ঞানবুদ্ধি ও শক্তি আছে ।

হাদীসটি সম্পর্কে মেশকাত শরীফের অনুবাদকের রায় : 'যদি কারো আল্লাহ ও রসুলের প্রতি অন্তরের বিশ্বাস ঠিক থাকে অথচ গুনাহ করে তওবার আগে মারা যায়, সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। হুযুর স. বা অপর কোনো মু'মিনের সুপারিশের মাধ্যমে অথবা গুনাহের পরিমাণ শাস্তি ভোগ করার পর অবশেষে সে জান্নাতে যাবে। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের মত। খারেজী ও মু'তাজিলাদের মতে, সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।'
(এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, ৩১.০৮.১৯৮৬, পৃষ্ঠা নং ৪৮। অনুবাদক মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আ'জমী)

❖ হাদীসটির এ ব্যাখ্যাই বর্তমান মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠিত।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْوَ الْبَقِيعِ، وَانْطَلَقْتُ أَتْلُوهُ، فَالْتَفَتَ فَرَآنِي فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَسَعْدَيْكَ، وَأَنَا فِدَاؤُكَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْمُقِلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا فِي حَقٍّ، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ: هَكَذَا ثَلَاثًا، ثُمَّ عَرَضَ لَنَا أُحُدٌ فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، وَأَنَا فِدَاؤُكَ، قَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أُحُدًا لِآلِ مُحَمَّدٍ ذَهَبًا، فَيُمْسِي عِنْدَهُمْ دِينَارٌ، أَوْ قَالَ: مِثْقَالٌ، ثُمَّ عَرَضَ لَنَا وَادٍ، فَاسْتَنْتَلَ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ

حَاجَةً، فَجَلَسْتُ عَلَى شَفِيرِ، وَأَبْطَأَ عَلَيَّ. قَالَ: فَخَشِيتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ كَأَنَّهُ يُنَاجِي رَجُلاً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ وَحْدَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي كُنْتَ تُنَاجِي؟ فَقَالَ: أَوَ سَمِعْتَهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَانِي، فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

ইমাম বুখারী রহ. আবূ যার রা-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুআজ ইবন ফাজালাহ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ যার রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. 'আল-বাকী' নামক কবরস্থানের দিকে গেলেন। আমিও তাঁর অনুগামী হলাম। তিনি পেছনে ফিরে আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন– হে আবু যার! আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আমি আপনার সৌভাগ্যময় দরবারে হাজির। আপনার জন্য আমি উৎসর্গিত। তিনি বলেন, সম্পদশালীরাই হবে কিয়ামতের দিন দরিদ্র, তবে যারা এরূপ এরূপ (দান-খয়রাত) করবে তারা ছাড়া। আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসুলই অধিক জ্ঞাত। তিনি এরূপ তিনবার বললেন। অতঃপর উহুদ পাহাড় আমাদের সামনে পড়লো। তিনি বললেন– হে আবু যার! আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আমি আপনার সৌভাগ্যময় দরবারে হাজির। আপনার জন্য আমি উৎসর্গিত। তিনি বললেন– "এ উহুদ পাহাড় যদি মুহাম্মাদের পরিবারের জন্য সোনায় পরিণত হয় তবে রাত আসা পর্যন্ত তাদের কাছে এক দীনার বা এক মিসকাল পরিমাণ সোনা অবশিষ্ট থাকলেও তাতে আমি খুশি হবো না।" অতঃপর আমরা একটি উন্মুক্ত মাঠে উপনীত হলাম। তিনি মাঠের এক প্রান্তে চলে গেলেন। আমি ভাবলাম, তিনি হয়তো প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে গেছেন। তাই আমি একপাশে বসে থাকলাম। আমার কাছে ফিরে আসতে তাঁর দেরি হলে তাঁর সম্পর্কে আমার (বিপদের) আশঙ্কা হলো। অতঃপর আমি এক ব্যক্তির সাথে ফিস ফিস করে তাঁর কথা বলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। অতঃপর তিনি একাকী আমার কাছে ফিরে এলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনি কার সাথে গোপনে কথা বললেন? তিনি জিজ্ঞেস করলেন– তুমি কি তা শুনতে পেয়েছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন– তিনি জিবরাঈল আ.। তিনি আমার কাছে এসে আমাকে এ সুসংবাদ দিলেন যে, আমার উম্মাতের যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনোকিছু শরীক না করে মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যদি সে যিনা করে থাকে, যদি সে চুরি করে থাকে তবুও? তিনি বললেন, হ্যাঁ তবুও।

◆ বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, হাদীস নং- ৮০৩।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির শিক্ষা হলো– আমলনামায় শিরক ছাড়া অন্য কবীরা গুনাহ থাকলে মু'মিন ব্যক্তিদের জাহান্নামে যাওয়া লাগবে না। প্রথম থেকেই জান্নাত পেয়ে যাবে।

হাদীস-৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الطَبَرِيُ ... ... عن أبي ذر قال ، قال رسول الله ﷺ : أتاني جبريلُ ، فبشَّرني أنَّهُ مَن مات من أُمَّتِكَ لا يُشرِكُ باللهِ شيئًا دخل الجنَّةَ ، فقُلتُ : وإن زَنَى وإن سرقَ ؟ فقال : وإن زَنَى وإن سَرقَ.

ইমাম ত্বাবারী রহ. আবূ যার রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আহমাদ ইবন উছমান আল-বাসরী রহ. থেকে শুনে তার 'তাহযীবুল আছার ওয়া তাফসীলুছ ছাবিত আন রসুলিল্লাহি মিনাল আখবার' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ যার রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– আমার কাছে জিবরাইল আসলেন এবং সুসংবাদ দিয়ে বললেন, আপনার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি শিরক করেনি আর এমতাবস্থায় সে ইন্তিকাল করলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যদি সে যিনা করে, যদি সে চুরি করে? তিনি বললেন– যদিও সে যিনা করে, যদিও সে চুরি করে।

◆ ত্বাবারী, *তাহযীবুল আছার*, হাদীস নং- ৯৩০।

হাদীস-৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ النَسائِي... ... ... أَبَا ذَرٍّ، قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، خَبِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ، قِيلَ: وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ.

ইমাম আন-নাসাঈ রহ. আবূ যার রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি ইমরান ইবন বাক্কার রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ যার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ স.-এর কাছে জিবরাইল আসলেন এবং বললেন– হে মুহাম্মাদ স.! আপনার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি শিরক করেনি আর এমতাবস্থায় সে ইন্তিকাল করলো সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাকে বলা হলো– যদি সে যিনা করে, যদি সে চুরি করে? তিনি বললেন– যদিও সে যিনা করে, যদিও সে চুরি করে।

◆ নাসাঈ, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদীস নং- ১০৯৬১।

হাদীসগুলোর গ্রহণযোগ্যতা

হাদীসগুলোর সনদ (বর্ণনাধারা) সহীহ এবং মতন (বক্তব্যবিষয়) কুরআন ও আকলে সালিমের সরাসরি বিরোধী। তাই হাদীসগুলো গ্রহণযোগ্য হবে না।

৬. 'মু'মিন জাহান্নামে গেলে কিছুকাল শাস্তি ভোগ করে চিরকালের জন্য জান্নাত পাবে' বক্তব্যধারণকারী হাদীস

এ ধরনের বক্তব্যধারণকারী কিছু হাদীস–

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ.

ইমাম বুখারী রহ. আনাস ইবন মালিক রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুসলিম ইবন ইবরাহীম রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. বলেছেন– যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে আর তার অন্তরে একটি যব পরিমাণও পূণ্য বিদ্যমান থাকবে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে আর তার অন্তরে একটি গম পরিমাণও পূণ্য বিদ্যমান থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে আর তার অন্তরে একটি অণু পরিমাণও নেকী থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৪৪।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ قَوْمًا يُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ يَحْتَرِقُونَ فِيهَا إِلَّا دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ.

ইমাম মুসলিম রহ. জাবির ইবন আব্দিল্লাহ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হাজ্জাজ ইবনুশ শা'য়ির রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–

জাবির ইবনু 'আব্দিল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– একদল লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। এদের মুখমণ্ডল ছাড়া সারা দেহ জ্বলে পুড়ে গেছে। অবশেষে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪৯২।

◆ হাদীসটির সনদ সহীহ।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ النَّاسَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ . قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ فَهَلْ تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ . قَالُوا لاَ . قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ ، يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْ . فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيتَ ، وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا ، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ . فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ . فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا .فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ جَهَنَّمَ ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلاَّ الرُّسُلُ ، وَكَلاَمُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ . وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ، هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ . قَالُوا نَعَمْ . قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلاَّ اللَّهُ ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللَّهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، أَمَرَ اللَّهُ الْمَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ ، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلاَّ أَثَرَ السُّجُودِ ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوا ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً الْجَنَّةَ ، مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ

النَّارِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ ، قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا ، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا . فَيَقُولُ هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لاَ وَعِزَّتِكَ . فَيُعْطِي اللَّهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ ، فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ رَأَى بَهْجَتَهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ، ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ قَدِّمْنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ . فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُودَ وَالْمَوَاثِيقَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لاَ أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ . فَيَقُولُ فَمَا عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُ غَيْرَ ذَلِكَ . فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا ، فَرَأَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ . فَيَقُولُ اللَّهُ وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ ، أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ . فَيَضْحَكُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْهُ ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ تَمَنَّ . فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتْ أُمْنِيَّتُهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَمَنَّ كَذَا وَكَذَا . أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ ، حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ لأَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنهما - إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَمْ أَحْفَظْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ قَوْلَهُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ.

ইমাম বুখারী রহ. আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবুল ইয়ামান রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা রা. বলেন, সাহাবীগণ নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলেন– হে আল্লাহর রসুল! আমরা কি ক্বিয়ামতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাবো? তিনি বললেন, মেঘমুক্ত পূর্ণিমা রাতের চাঁদকে দেখার ব্যাপারে তোমরা কি সন্দেহ পোষণ করো? তাঁরা বললেন– না, হে আল্লাহর রসুল! তিনি বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখার

ব্যাপারে কি তোমাদের কোনো সন্দেহ আছে? সবাই বললেন, না। তখন তিনি বললেন– নিঃসন্দেহে তোমরাও আল্লাহকে তেমনিভাবে দেখতে পাবে।

কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে সমবেত করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন, যে যার উপাসনা করতে সে যেন তার অনুসরণ করে। তাই তাদের কেউ সূর্যের অনুসরণ করবে, কেউ চন্দ্রের অনুসরণ করবে, কেউ তাগুতের অনুসরণ করবে। আর বাকী থাকবে শুধুমাত্র উম্মাহ, তবে তাদের সাথে মুনাফিকরা থাকবে। তখন তারা বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রবের আগমন না হবে ততক্ষণ আমরা এখানেই থাকবো। আর তাঁর যখন আগমন হবে তখন আমরা অবশ্যই তাঁকে চিনতে পারবো। অতঃপর তাদের মাঝে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'য়ালা আগমন করবেন এবং বলবেন, "আমি তোমাদের রব।" তাঁরা বলবে– হ্যাঁ, আপনিই আমাদের রব। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের ডাকবেন।

অতঃপর জাহান্নামের ওপর একটি সেতু স্থাপন করা হবে। রসুলগণের মধ্যে আমিই সবার আগে আমার উম্মাত নিয়ে এ পথ অতিক্রম করব। সেদিন রসুলগণ ছাড়া আর কেউ কথা বলবে না। আর রসুলগণের কথা হবে– 'اللَّهُمَّ سَلِّم سَلِّم' (আল্লাহুম্মা সাল্লিম সাল্লিম) হে আল্লাহ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আর জাহান্নামে বাঁকা লোহার বহু শলাকা থাকবে, সেগুলো হবে সা'দান কাঁটার মতো। তোমরা কি সা'দান কাঁটা দেখেছো? তারা বলবে– হ্যাঁ, দেখেছি। তিনি বলবেন, সেগুলো দেখতে সা'দান কাঁটার মতোই। তবে সেগুলো কত বড়ো হবে তা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। সে কাঁটা আমল অনুযায়ী লোকদের গতিকে কমাবে। তাদের কিছু লোক ধ্বংস হবে তাদের আমলের কারণে। কিছু লোক কাঁটায় আক্রান্ত হবে অতঃপর নাজাত পেয়ে যাবে।

জাহান্নামীদের থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা রহমত করতে ইচ্ছা করবেন, তাদের ব্যাপারে মালাইকাকে নির্দেশ দেবেন– যারা আল্লাহর 'ইবাদত করতো তাদের যেন জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হয়। মালাইকা তাদের বের করে আনবেন, আর সিজদার চিহ্ন দেখে তাঁরা তাদের চিনতে পারবেন। কেননা, আল্লাহ তা'য়ালা জাহান্নামের জন্য সিজদার চিহ্নগুলো মিটিয়ে দেওয়া হারাম করে দিয়েছেন।

অতঃপর তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। সিজদার চিহ্ন ছাড়া আগুন বনী আদমের সবকিছুই গ্রাস করে ফেলবে। অবশেষে তাদেরকে

অঙ্গারে পরিণত অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তাদের ওপর 'আবে-হায়াত' ঢেলে দেওয়া হবে, ফলে তারা স্রোতে বাহিত ফেনার ওপর গজিয়ে উঠা উদ্ভিদের মতো সঞ্জীবিত হয়ে ওঠবে। **অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাদের বিচারকাজ সমাপ্ত করবেন কিন্তু একজন লোক জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে থেকে যাবে।** তার মুখমণ্ডল তখনো জাহান্নামের দিকে ফেরানো থাকবে। জাহান্নামবাসীদের মধ্যে জান্নাতে প্রবেশকারী সেই শেষ ব্যক্তি।

সে তখন নিবেদন করবে, হে আমার রব! জাহান্নাম থেকে আমার চেহারা ফিরিয়ে দিন। এর দূষিত হাওয়া আমাকে বিষিয়ে তুলছে, এর লেলিহান শিখা আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন, তোমার নিবেদন গ্রহণ করা হলে তুমি এছাড়া আর কিছু চাইবে না তো? সে বলবে– না, আপনার ইজ্জতের শপথ! সে তার ইচ্ছামত আল্লাহ তা'য়ালাকে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দেবে। কাজেই আল্লাহ তা'য়ালা তার চেহারাকে জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দেবেন।

অতঃপর সে যখন জান্নাতের দিকে মুখ ফিরাবে, তখন সে জান্নাতের অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছা সে চুপ করে থাকবে। অতঃপর সে বলবে, হে আমার রব! আপনি জান্নাতের দরজার কাছে পৌঁছে দিন। তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বলবেন, তুমি আগে যা চেয়েছিলে তা ছাড়া আর কিছু চাইবে না বলে তুমি কি অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দাওনি? তখন সে বলবে– হে আমার রব! তোমার সৃষ্টির সবচেয়ে অসুখী আমি হতে চাই না। আল্লাহ তাৎক্ষণিক বলবেন, তোমার এটি পূরণ করা হলে তুমি এছাড়া আর কিছু চাইবে না তো? সে বলবে– না, আপনার ইজ্জতের কসম! এছাড়া আমি আর কিছুই চাইবো না। এ ব্যাপারে সে তার ইচ্ছানুযায়ী অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দেবে।

সে যখন জান্নাতের দরজায় তখন জান্নাতের অনাবিল সৌন্দর্য ও অভ্যন্তরীণ সুখশান্তি ও আনন্দঘন পরিবেশ দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহ তা'য়ালা ইচ্ছা করবেন সে চুপ করে থাকবে। অতঃপর সে বলবে– হে আমার রব! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও। তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ বলবেন– হে আদম সন্তান, কী আশ্চর্য! তুমি কত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী! তুমি কি আমার সঙ্গে অঙ্গীকার করোনি এবং প্রতিশ্রুতি দাওনি যে– তোমাকে যা দেওয়া হয়েছে তাছাড়া আর কিছু চাইবে না? তখন সে বলবে, হে আমার রব! আপনার সৃষ্টির মধ্যে আমাকে সবচেয়ে অসুখী করবেন না।

এতে আল্লাহ হেসে দেবেন। অতঃপর তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমুতি দেবেন এবং বলবেন, চাও। সে তখন চাইবে, এমন কি তার চাওয়ার

আকাঙ্ক্ষা ফুরিয়ে যাবে। তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ বলবেন– এটা চাও, ওটা চাও। এভাবে তার রব তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকবেন। অবশেষে যখন তার আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলেবেন– এ সবই তোমার, এর সাথে আরও সমপরিমাণ (তোমাকে দেওয়া হলো)।

আবু সা'ঈদ খুদরী রা. আবু হুরায়রা রা.-কে বললেন, আল্লাহর রসুল স. বলেছিলেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন– এ সবই তোমার, তার সাথে আরও দশগুণ (তোমাকে দেওয়া হলো)। আবু হুরায়রা রা. বললেন, আমি আল্লাহর রসুল স. থেকে শুধু এ কথাটি স্মরণ রেখেছি যে, এ সবই তোমার এবং এর সাথে সমপরিমাণ। আবু সা'ঈদ রা. বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, এসব তোমার এবং এর সাথে আরও দশগুণ।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৭৭৩।
- হাদীসটির সনদ সহীহ।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْوًا " . قُلْنَا لاَ. قَالَ " فَإِنَّكُمْ لاَ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ، إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا. ثُمَّ قَالَ. يُنَادِي مُنَادٍ لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ، وَأَصْحَابُ الأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ، وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ. فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ فَمَا تُرِيدُونَ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا، فَيُقَالُ اشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ فَيَقُولُونَ كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ. فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ، فَمَا تُرِيدُونَ فَيَقُولُونَ نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا. فَيُقَالُ اشْرَبُوا. فَيَتَسَاقَطُونَ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ

اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ فَيَقُولُونَ فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ الْيَوْمَ وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا. قَالَ. فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ. فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا. فَلاَ يُكَلِّمُهُ إِلاَّ الأَنْبِيَاءُ فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ فَيَقُولُونَ السَّاقُ. فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجِسْرِ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ ". قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجِسْرُ قَالَ مَدْحَضَةٌ مَزِلَّةٌ، عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيبُ وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ، لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفَاءُ تَكُونُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ، الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَنَاجٍ مَخْدُوشٌ وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا، **فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ، قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلْجَبَّارِ، وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا.** فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ. وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ **مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ** فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي فَاقْرَءُوا (إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا) " فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَيَقُولُ الْجَبَّارُ بَقِيَتْ شَفَاعَتِي. **فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدِ امْتُحِشُوا**، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرٍ بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَتَيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ

الصَّخْرَةِ إِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللُّؤْلُؤُ، فَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِيمُ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلاَءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوهُ. فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ.

ইমাম বুখারী রহ. আবূ সাঈদ আল-খুদুরী রা.-এর বর্ণনা সনদের ষষ্ঠ ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবনু বুকায়র রহ.-এর থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন- আবূ সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললাম– ইয়া রসুলুল্লাহ! আমরা কিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভ করবো কি? তিনি বললেন– মেঘমুক্ত আকাশে তোমরা সুর্য দেখতে কোনো বাধাপ্রাপ্ত হও কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন– সেদিন তোমরাও তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে বাধাপ্রাপ্ত হবে না। এতটুকু ছাড়া যতটুকু সূর্য দেখার সময় পেয়ে থাকো।

সেদিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন যারা যে জিনিসের ইবাদত করতে তারা সে জিনিসের কাছে গমন করো। এরপর যারা ক্রুশধারী ছিল তারা যাবে তাদের ক্রুশের কাছে। মূর্তিপূজারীরা যাবে তাদের মূর্তির সাথে। সকলেই তাদের উপাস্যের সাথে যাবে। অবশ্যই সেখানে থাকবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতকারীরা, নেককার ও গুনাহগার সবাই। আর আহলে কিতাবের কিছু সংখ্যক লোকও থাকবে।

অতঃপর জাহান্নামকে আনা হবে। সেটি তখন থাকবে মরীচিকার মতো। ইহুদীদেরকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কীসের ইবাদত করতে? তারা উত্তর দেবে, আমরা আল্লাহর পুত্র উযায়র আ.-এর ইবাদত করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছো। কারণ আল্লাহর কোনো স্ত্রীও নেই এবং তার নেই কোনো সন্তান। এখন তোমরা কী চাও? তারা বলবে, আমরা চাই আমাদেরকে পানি পান করান। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা পানি পান করো। এরপর তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে।

তারপর নাসারাদেরকে বলা হবে, তোমরা কীসের ইবাদত করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহর পুত্র মসীহের ইবাদত করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছো। আল্লাহর কোনো স্ত্রীও ছিল না, সন্তানও ছিল না।

এখন তোমরা কী চাও? তারা বলবে, আমাদের ইচ্ছা আপনি আমাদেরকে পানি পান করতে দিন। তাদেরকে উত্তর দেওয়া হবে, তোমরা পান করো। তারপর তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে।

তখন অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতকারীগণ। তাদের নেককার ও গুনাহগার সবাই। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে, কোন জিনিস তোমাদেরকে আটকে রেখেছে? অথচ অন্যরা তো চলে গেছে। তারা বলবে– আমরা তো তাদের থেকে পৃথক রয়েছি তখন, যখন আজকের চেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল। আমরা একজন ঘোষণাকারীর এ ঘোষণা দিতে শুনেছি যে, যারা যাদের ইবাদত করতো তারা যেন তাদের সাথে যায়। আমরা প্রতীক্ষা করছি আমাদের প্রতিপালকের জন্য।

রসুল স. বলেন, এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাদের কাছে আগমন করবেন। এবার তিনি সে আকৃতিতে আগমন করবেন না, যেটিতে তাঁকে প্রথমবার ঈমানদারগণ দেখেছিল। এসে তিনি ঘোষণা দেবেন– আমি তোমাদের প্রতিপালক, সবাই তখন বলে উঠবে আপনিই আমাদের প্রতিপালক। আর সেদিন নবীগণ ছাড়া তার স্থানে কেউ কথা বলতে পারবে না। আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, তোমাদের এবং তাঁর মাঝখানে পরিচায়ক কোনো আলামত আছে কি? তারা বলবে– পায়ের নলা। তখন পায়ের নলা খুলে দেওয়া হবে। এই দেখে ঈমানদারগণ সবাই সিজদায় পতিত হবে। বাকি থাকবে তারা, যারা লোকদেখানো এবং লোক-শোনানো সিজদা করেছিল। তবে তারা সিজদার মনোবৃত্তি নিয়ে সিজদা করার জন্য যাবে, কিন্তু তাদের মেরুদণ্ড একটি তক্তার মতো শক্ত হয়ে যাবে।

এমন সময় পুল স্থাপন করা হবে জাহান্নামের ওপর। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, সে পুলটি কী ধরনের হবে ইয়া রসুলুল্লাহ? তিনি বললেন– দুর্গম পিচ্ছিল জায়গা। এর ওপর আংটা ও হুক থাকবে, শক্ত চওড়া উল্টো কাঁটা বিশিষ্ট হবে, যা নাজদ দেশের সাদান বৃক্ষের কাটার মতো হবে। সে পুলের ওপর দিয়ে ঈমানদারগণের কেউ অতিক্রম করবে চোখের পলকের মতো, কেউ বিজলীর মতো, কেউ বাতাসের মতো আবার কেউ তীব্রগামী ঘোড়া ও সওয়ারের মতো। তবে মুক্তিপ্রাপ্তগণ কেউ নিরাপদে চলে আসবেন, আবার কেউ জাহান্নামের আগুনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে। সর্বশেষ পার হবে যে ব্যক্তি, সে হেঁচড়িয়ে কোনোরকমে পার হয়ে আসবে।

বর্তমানে তোমরা হকের ব্যাপারে আমার অপেক্ষা অধিক কঠোর নও, সেদিন ঈমানদারগণ আল্লাহর কাছে (কেমন কঠোর হবে) তা তোমাদের কাছে নিশ্চয়

স্পষ্ট হয়ে গেছে। যখন ঈমানদারগণ এ দৃশ্যটি দেখবে যে, তাদের ভাইদেরকে রেখে একমাত্র তারাই নাজাত পেয়েছে, তখন তারা বলবে– হে আমাদের রব! আমাদের সেসব ভাই কোথায়, যারা আমাদের সাথে সালাত আদায় করতো, রোযা পালন করতো, নেককাজ করতো?

তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে বলবেন– তোমরা যাও, যাদের মনে এক দীনার বরাবর ঈমান পাবে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনো। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের মুখমণ্ডল জাহান্নামের ওপর হারাম করে দিয়েছেন। এদের কেউ কেউ দুই পা ও দুপায়ের নলির অধিক পর্যন্ত জাহান্নামের মধ্যে থাকবে। তারা যাদেরকে চিনতে পারে তাদেরকে বের করবে। তারপর এরা আবার প্রত্যাবর্তন করবে। আল্লাহ আবার তাদেরকে বলবেন– তোমরা যাও, যাদের মনে অর্ধদীনার পরিমাণ ঈমান পাবে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। তারা গিয়ে তাদেরকেই বের করে নিয়ে আসবে যাদেরকে তারা চিনতে পারবে। তারপর আবার প্রত্যাবর্তন করবে। আল্লাহ তাদেরকে আবার বলবেন– তোমরা যাও, যাদের মনে **অণু পরিমাণ ঈমান** পাবে, তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। তারা যাদেরকে চিনতে পারবে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। বর্ণনাকারী আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন– তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস না করো তাহলে আল্লাহর এ বাণীটি পড়ো– আল্লাহ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না। আর অণু পরিমাণ পূণ্যকাজ হলেও আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ করেন (৪ : ৪০)।

তারপর নবী, ফেরেশতা ও মুমিনগণ সুপারিশ করবেন। তখন মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বলবেন– এখন একমাত্র আমার শাফায়াতই অবশিষ্ট রয়েছে। **তিনি জাহান্নাম থেকে একমুষ্টি ভরে এমন দলসমূহকে বের করবেন, যারা জ্বলেপুড়ে দগ্ধ হয়ে গেছে**। তারপর তাদেরকে জান্নাতের সামনে অবস্থিত 'হায়াত' নামক নহরে ঢালা হবে। তারা সে নহরের দুপাশে এমনভাবে উদ্ভূত হবে যেমন পাথর এবং গাছের কিনারায় বহন করে আনা আবর্জনায় নিচ থেকে তৃণ উদ্ভূত হয়। দেখতে পাও তার মধ্যে সূর্যের আলোর অংশের গাছগুলো সাধারণত সবুজ হয়, ছায়ার অংশগুলো সাদা হয়। তারা সেখান থেকে মুক্তার দানার মতো বের হবে। তাদের গর্দানে মোহর লাগানো হবে। জান্নাতে তারা যখন প্রবেশ করবে তখন অপরাপর জান্নাতবাসীরা বলবে, এরা হলো রহমান কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত **যাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা কোনো নেক আমল কিংবা কল্যাণ কাজ ছাড়া জান্নাতে দাখিল করেছেন**। তখন তাদেরকে ঘোষণা দেওয়া হবে– তোমরা যা দেখছো সবই তো তোমাদের, এর সাথে আরও সমপরিমাণ দেওয়া হলো তোমাদেরকে।

◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৭৪৩৯।

হাদীস-৫

أَخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلِم ... ... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ. قَالَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ. قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ مَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِيَتَّبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ. فَلاَ يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الأَصْنَامِ وَالأَنْصَابِ إِلاَّ يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَغُبَّرِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَيُدْعَى الْيَهُودُ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ. فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ فَمَاذَا تَبْغُونَ قَالُوا عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا. فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلاَ تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ. ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ. فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ. مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ. فَيُقَالُ لَهُمْ مَاذَا تَبْغُونَ فَيَقُولُونَ عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا. قَالَ فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلاَ تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا. قَالَ فَمَا تَنْتَظِرُونَ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ. قَالُوا يَا رَبَّنَا فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ. فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ لاَ نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا – مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا – حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ.

فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بِهَا فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلاَّ أَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ وَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ. ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا. ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجِسْرُ قَالَ دَحْضٌ مَزِلَّةٌ. فِيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيبُ وَحَسَكٌ تَكُونُ بِنَجْدٍ فِيهَا شُوَيْكَةٌ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ **فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِي النَّارِ** يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ. فَيُقَالُ لَهُمْ أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ. فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ. فَيَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا. ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا. ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا. وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ إِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ (إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا) فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَعَتِ

الْمَلاَئِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ **فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ** عَادُوا حُمَمًا فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهَرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهَرُ الْحَيَاةِ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ أَلاَ تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ أَوْ إِلَى الشَّجَرِ مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أُصَيْفِرُ وَأُخَيْضِرُ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ يَكُونُ أَبْيَضَ. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ قَالَ فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلاَءِ عُتَقَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ **الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوهُ** ثُمَّ يَقُولُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ. فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. فَيَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا. فَيَقُولُ رِضَايَ فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ সাঈদ আল-খুদুরী রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি সুওয়াইদ ইবন সাঈদ রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স.-এর যুগে কতিপয় লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসুল! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাবো? রসুলুল্লাহ স. বললেন– হ্যাঁ! তিনি আরও বললেন, দুপুরে মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমাদের কষ্ট হয়? চন্দ্রের চৌদ্দ তারিখে মেঘমুক্ত অবস্থায় চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কষ্ট হয়? সকলে বললেন, হে আল্লাহর রসুল! তা হয় না। নবী স. বললেন– ঠিক তেমনি কিয়ামতের দিন তোমাদের বরকতময় মহামহিম রবকে দেখতে কোনোই কষ্ট অনুভব হবে না, যেমন চাঁদ ও সূর্য দেখতে কষ্ট অনুভব করো না।

সেদিন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা দেবে– 'যে যার উপাসনা করতো সে আজ তার অনুসরণ করুক।' তখন আল্লাহ ছাড়া যারা অন্য দেব-দেবী ও মূর্তিপূজার বেদির উপাসনা করতো তাদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না, সকলেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। সৎ বা অসৎ হোক যারা আল্লাহর ইবাদত করতো তারাই কেবল অবশিষ্ট থাকবে এবং কিতাবীদের (যারা দেব-দেবী ও বেদির উপাসক ছিল না তারাও বাকি থাকবে)।

এরপর ইয়াহুদীদের ডেকে জিজ্ঞাসা করা হবে– তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবে– আল্লাহর পুত্র উযায়র-এর। তাদেরকে বলা হবে– মিথ্যা বলছো। আল্লাহ কোনো স্ত্রী বা সন্তান গ্রহণ করেননি। তোমরা কী চাও? তারা বলবে– হে আল্লাহ! আমাদের খুবই পিপাসা পেয়েছে। আমাদের পিপাসা নিবারণ করুন। প্রার্থনা শুনে তাদেরকে ইঙ্গিত করে মরীচিকাময় জাহান্নামের দিকে জমায়েত করা হবে। সেখানে আগুনের লেলিহান শিখা যেন পানির ঢেউ খেলবে। এর একাংশ আরেক অংশকে গ্রাস করতে থাকবে। তারা এতে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এরপর খ্রিষ্টানদের ডাকা হবে। বলা হবে– তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবে– আল্লাহর পুত্র মাসীহ-এর (ঈসার) উপাসনা করতাম। বলা হবে– মিথ্যা বলছো। আল্লাহ কোনো স্ত্রী বা সন্তান গ্রহণ করেননি। জিজ্ঞেস করা হবে– এখন কী চাও? তারা বলবে– হে আমাদের রব! আমাদের দারুণ পিপাসা পেয়েছে, আমাদের পিপাসা নিবারণ করুন। তখন তাদেরকেও পানির ঘাটে যাওয়ার ইঙ্গিত করে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে জমায়েত করা হবে। এটিকে মরীচিকার মতো মনে হবে। সেখানে আগুনের লেলিহান শিখা যেন পানির ঢেউ খেলবে। এর একাংশ অপর অংশকে গ্রাস করে নিবে। তারা তখন জাহান্নামে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকবে।

শেষে সৎ বা অসৎ হোক এক আল্লাহর উপাসনাকারী ছাড়া আর কেউ (ময়দানে) অবশিষ্ট থাকবে না। তখন আল্লাহ তা'য়ালা পরিচিত আকৃতিতে তাদের কাছে আসবেন। বলবেন, সবাই তাদের নিজনিজ উপাস্যের অনুসরণ করে চলে গেছে আর তোমরা কার অপেক্ষা করছো? তারা বলবে– হে আমাদের রব! যেখানে আমরা বেশি মুখাপেক্ষী ছিলাম সে দুনিয়াতেই আমরা অপরাপর মানুষ থেকে পৃথক থেকেছি এবং তাদের সঙ্গী হইনি। তখন আল্লাহ বলবেন, আমিই তো তোমাদের রব। মু'মিনরা বলবে– "আমরা তোমার থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি" আল্লাহর সঙ্গে আমরা কিছুই শরীক করি না। এ কথা তারা দুই বা তিনবার বলবে। এমনকি কেউ কেউ অবাধ্যতা প্রদর্শনেও অবতীর্ণ হয়ে যাবে। আল্লাহ বলবেন– আচ্ছা, তোমাদের কাছে এমন কোনো নিদর্শন আছে যা দিয়ে তাকে তোমরা চিনতে পারো? তারা বলবে– অবশ্যই আছে। এরপর পায়ের 'সাক' (গোছা) উন্মোচিত হবে। তখন পৃথিবীতে যারা স্বেচ্ছায় আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করতো, সে মুহূর্তে তাদেরকে আল্লাহর সিজদা করার অনুমতি দেবেন এবং তারা সবাই সিজদাবনত হয়ে পড়বে। আর যে কারো ভয়ভীতি কিংবা লোকদেখানোর

জন্য সিজদা করতো তার মেরুদণ্ড শক্ত ও অনমনীয় করে দেওয়া হবে। যখনই তারা সিজদা করতে ইচ্ছা করবে তখনই তারা চিত হয়ে পড়ে যাবে।

অতঃপর তারা তাদের মাথা উঠাবে এবং তিনি তাঁর আসলরূপে আবির্ভূত হবেন অতঃপর বলবেন– আমি তোমাদের রব। তারা বলবে– হ্যাঁ! আপনিই আমাদের রব। তারপর জাহান্নামের ওপর "জাস্‌র" (পুল) স্থাপন করা হবে। শাফায়াতেরও অনুমতি দেওয়া হবে। মানুষ বলতে থাকবে– হে আল্লাহ! আমাদের নিরাপত্তা দিন, আমাদের নিরাপত্তা দিন। জিজ্ঞেস করা হলো– হে আল্লাহর রসুল স.! "জাস্‌র" কী? রসুলুল্লাহ স. বললেন– এটি এমন স্থান যেখানে পা পিছলে যায়। সেখানে আছে নানা প্রকারের লৌহশলাকা ও কাঁটা, দেখতে নাজ্‌দের সা'দান বৃক্ষের কাঁটার মতো। মু'মিনগণের কেউ এ পথ চোখের পলকের গতিতে, কেউ বিদ্যুৎগতিতে, কেউ বায়ুর গতিতে, কেউ উত্তম অশ্বগতিতে, কেউ উষ্ট্রের গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ তো অক্ষত অবস্থায় নাজাত পাবে, আর কেউ হবে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় নাজাতপ্রাপ্ত। আর কতককে কাঁটাবিদ্ধ অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অবশেষে মু'মিনগণ জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে। রসুলুল্লাহ স. বলেন– সে সত্তার কসম! **যাঁর হাতে আমার প্রাণ, ঐদিন মু'মিনগণ তাদের ঐসব ভাইদের স্বার্থে যারা জাহান্নামে রয়ে গেছে, আল্লাহর সাথে এতো অধিক বিতর্কে লিপ্ত হবে– পার্থিব অধিকারের ক্ষেত্রেও তোমরা তেমন বিতর্কে লিপ্ত হও না।** তারা বলবে– হে রব! এরা তো আমাদের সাথেই সিয়াম, সালাত আদায় করতো, হাজ্জ করতো। তখন তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে যে– যাও, তোমাদের পরিচিতদের উদ্ধার করে আনো।

উল্লেখ্য, এরা জাহান্নামে পতিত হলেও মুখমণ্ডল আজাব থেকে রক্ষিত থাকবে। (তাই তাদেরকে চিনতে কোনো অসুবিধা হবে না।) মু'মিনগণ জাহান্নাম থেকে এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে আনবে। এদের অবস্থা এমন হবে যে– কারোর পায়ের নলা পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত দেহ আগুন ছাই করে দেবে। উদ্ধার শেষ করে মু'মিনগণ বলবে– হে রব! যাদের সম্পর্কে আপনি নির্দেশ প্রদান করেছিলেন তাদের মাঝে আর কেউ অবশিষ্ট নেই। আল্লাহ বলবেন– পুনরায় যাও, যার মনে এক দীনার পরিমাণ ঈমান অবশিষ্ট পাবে তাকে উদ্ধার করে আনো। তখন তারা আরও একদলকে উদ্ধার করে এনে বলবে– হে রব! অনুমতিপ্রাপ্তদের কাউকেই রেখে আসিনি। আল্লাহ বলবেন– আবার যাও, যার মনে অর্ধদীনার পরিমাণ **খায়ের (ঈমান)** পাবে তাকেও বের করে আনো। তখন আবার এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে এনে তারা বলবে– হে রব! যাদের আপনি উদ্ধার করতে বলেছিলেন তাদের কাউকে ছেড়ে

আসিনি। আল্লাহ বলবেন– আবার যাও, যার মনে **অণু পরিমাণ খায়ের (ঈমান)** বিদ্যমান তাকেও উদ্ধার করে আনো। তখন আবারও এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে এনে তারা বলবে– হে রব! **খায়ের থাকা (ঈমান থাকা) কাউকে আর রেখে আসিনি**।

সাহাবা আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রা. বলেন, তোমরা যদি এ হাদীসের ব্যাপারে আমাকে সত্যবাদী মনে না করো তবে এর সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াতটি যদি চাও তবে তিলাওয়াত করতে পারো– " আল্লাহ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না এবং অণু পরিমাণ নেককাজ হলেও তা দ্বিগুণ করে দেন এবং তাঁর কাছ থেকে মহাপুরস্কার প্রদান করেন" (সুরা আন নিসা/৪ : ৪০)।

এরপর আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন– ফেরেশতারা সুপারিশ করেছে, নবীগণও সুপারিশ করেছে এবং মু'মিনরাও সুপারিশ করেছে, কেবল আরহামুর রহিমীন পরম দয়াময়ই রয়ে গেছেন। **এরপর তিনি জাহান্নাম থেকে একমুঠো তুলে আনবেন। ফলে এমন একদল লোক মুক্তি পাবে যারা কখনও কোনো সৎকর্ম করেনি এবং আগুনে জ্বলে অঙ্গার হয়ে গেছে।** পরে তাদেরকে জান্নাতের প্রবেশ মুখের 'নাহরুল হায়াতে' ফেলে দেওয়া হবে। তারা এতে এমনভাবে সতেজ হয়ে উঠবে যেমনভাবে শস্য অঙ্কুর স্রোতবাহিত পানি ভেজা উর্বর জমিতে সতেজ হয়ে উঠে। (রসুলুল্লাহ স. বললেন) তোমরা কি কোনো বৃক্ষ কিংবা পাথরের আড়ালে কোনো শস্যদানা অঙ্কুরিত হতে দেখোনি? যেগুলো সূর্যকিরণের মাঝে থাকে সেগুলো হলদে ও সবুজ রূপধারণ করে আর যেগুলো ছায়াযুক্ত স্থানে থাকে সেগুলো সাদা হয়ে যায়। সাহাবাগণ বললেন– হে আল্লাহর রসুল! মনে হয় আপনি যেন গ্রামাঞ্চলে পশু চরিয়েছেন। রসুলুল্লাহ স. বলেন– এরপর তারা নহর থেকে মুক্তার মতো ঝকঝকে অবস্থায় উঠে আসবে এবং তাদের গলা মোহরাঙ্কিত থাকবে যা দেখে জান্নাতীগণ তাদের চিনতে পারবেন। এরা হবে 'উতাকাউল্লাহ'- আল্লাহর পক্ষ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত। আল্লাহ তা'য়ালা **সৎকাজ ও খায়ের (ঈমান)** ছাড়াই তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করাবেন।

এরপর আল্লাহ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন– যাও, জান্নাতে প্রবেশ করো। আর যা দেখছো সবকিছু তোমাদেরই। তারা বলবে, হে রব! আপনি আমাদেরকে এতো দিয়েছেন যা সৃষ্টজগতের কাউকে দেননি। আল্লাহ বলবেন– তোমাদের জন্য আমার কাছে এরচেয়েও উত্তম বস্তু আছে। তারা বলবে, কী সে উত্তম বস্তু? আল্লাহ বলবেন– তাহলো আমার সন্তুষ্টি। এরপর আর কখনও তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হবো না।

◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪২৫।

হাদীস-৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُهِمُّوا بِذَلِكَ فَيَقُولُونَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا. فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، لِتَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، قَالَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ. قَالَ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا. وَلَكِنِ ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ. فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ سُؤَالَهُ رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ. وَلَكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ. قَالَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ ثَلاَثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَهُنَّ. وَلَكِنِ ائْتُوا مُوسَى عَبْدًا آتَاهُ اللهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا. قَالَ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ قَتْلَهُ النَّفْسَ. وَلَكِنِ ائْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللهِ وَرَسُولَهُ وَرُوحَ اللهِ وَكَلِمَتَهُ. قَالَ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنِ ائْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ عَبْدًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي فَيَقُولُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَ. قَالَ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأُثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ. قَالَ قَتَادَةُ وَسَمِعْتُهُ أَيْضًا يَقُولُ فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يَقُولُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَ. قَالَ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأُثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ. قَالَ. ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ.

قَالَ قَتَادَةُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يَقُولُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ. قَالَ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأُثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ. قَالَ. ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ . قَالَ قَتَادَةُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، **حَتَّى مَا يَبْقَى فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ**. قَالَ. ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ (عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا) قَالَ وَهَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ نَبِيُّكُمْ ﷺ.

ইমাম বুখারী রহ. আনাস ইবন মালিক রা.-এর বর্ণিত সনদের ৩য় ব্যক্তি হাজ্জাজ ইবনু মিনহাল রহ.-এর থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–
আনাস ইবন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. বলেছেন– ঈমানদারদেরকে কিয়ামতের দিন আবদ্ধ করে রাখা হবে। পরিশেষে তারা পেরেশান হয়ে উঠবে এবং বলবে– আমরা যদি আমাদের রবের কাছে কারো মাধ্যমে শাফায়াত করাই যা এ স্থান থেকে আমাদের উদ্ধার করতো। তারপর তারা আদম আ.-এর কাছে গিয়ে বলবে– আপনিই তো সে আদম যিনি মানবকুলের পিতা, স্বয়ং আল্লাহ নিজহাত দিয়ে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। আপনাকে বসবাসের সুযোগ প্রদান করেছেন তাঁর জান্নাতে, ফেরেশতাদের দিয়ে আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং আপনাকে সব জিনিসের গুণবাচক নামের তা'লীম দিয়েছেন। আমাদের এ স্থান থেকে বের করার জন্য আপনার সেই রবের কাছে শাফায়াত করুন। তখন আদম আ. বলবেন– আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। নবী স. বলেন– এরপর তিনি নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার ভুলের কথাটি উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন– বরং তোমরা নূহ আ.-এর কাছে যাও, যিনি পৃথিবীবাসীর প্রতি প্রেরিত নবীগণের মধ্যে প্রথম নবী।

তারপর তারা নূহ আ.-এর কাছে গেলে তিনি তাদেরকে বলবেন– আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। আর তিনি না জেনে তাঁর রবের কাছে প্রার্থনার ভুলটি উল্লেখ করবেন এবং বলবেন বরং তোমরা রহমানের বন্ধু ইবরাহীমের কাছে যাও। নবী স. বলেন– অতঃপর তারা ইবরাহীম আ.-এর কাছে যাবে। তখন ইবরাহীম আ. বলবেন– আমি তোমাদের এ কাজের জন্য

নই। আর তিনি এরূপ তিনটি বাক্যের কথা উল্লেখ করবেন যেগুলো মূলত বাস্তবতা পরিপন্থি ছিল। পরে বলবেন– তোমরা বরং মূসা আ.-এর কাছে যাও। আল্লাহর এমন এক বান্দা যাকে আল্লাহ তাওরাত দান করেছিলেন, তাঁর সাথে কথা বলেছিলেন এবং গোপন বাক্যালাপের মাধ্যমে তাঁকে সান্নিধ্য দান করেন।

রসুল স. বলেন– সবাই তখন মূসা আ.-এর কাছে যাবে। তিনিও বলবেন– আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই এবং তিনি (অনিচ্ছাকৃত) হত্যার ভুলের কথা উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন– তোমরা বরং ঈসা আ.-এর কাছে যাও। যিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসুল এবং তার রূহ ও বাণী।

রসুল স. বলেন– তারা সবাই তখন ঈসা আ.-এর কাছে যাবে। ঈসা আ. বলবেন– আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। তিনি বলবেন– তোমরা বরং মুহাম্মাদ স.-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর এমন এক বান্দা যার আগের ও পরের ভুল মাফ করে দিয়েছেন। রসুল স. বলেন– তারা তখন আমার কাছে আসবে। আমি তখন আমার রবের কাছে হাজির হওয়ার অনুমতি চাইবো। আমাকে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হবে। তাঁর দর্শন লাভ করার সাথে সাথে আমি সিজদায় পড়ে যাবো। তিনি আমাকে সে অবস্থায় যতক্ষণ রাখতে চাইবেন ততক্ষণ রাখবেন।

এরপর আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন– মুহাম্মাদ! মাথা ওঠান। বলুন– আপনার কথা শোনা হবে, আর শাফায়াত করুন, কবুল করা হবে, চান আপনাকে দেওয়া হবে। রসুল স. বলেন– তখন আমি আমার মাথা উঠাবো। তারপর আমি আমার প্রতিপালকের এমন শ্রুতি ও প্রশংসা (হামদ ও সানা) করবো যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন। এরপর আমি সুপারিশ করবো, তবে আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। বর্ণনাকারী কাতাদা রহ. বলেন– আমি আনাস রা.-কে এ কথাও বলতে শুনেছি যে, আমি বের হবো এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করবো এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবো। তারপর আমি ফিরে এসে আমার রবের কাছে হাজির হওয়ার অনুমতি চাইবো। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে।

আমি তাঁকে দেখার পর সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ তা'য়ালা যতক্ষণ রাখতে চাইবেন আমাকে সে অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলবেন– মুহাম্মাদ! মাথা ওঠান। বলুন– তা শোনা হবে, শাফায়াত করুন, কবুল করা হবে, চান দেওয়া হবে। রসুল স. বলেন– তারপর আমি আমার মাথা উঠাবো। আমার

রবের এমন প্রশংসা ও শ্রুতি করবো যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন। রসুল স. বলেন– এরপর আমি শাফায়াত করবো, আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। বর্ণনাকারী কাতাদা রহ. বলেন– আমি আনাস রা.-কে বলতে শুনেছি, নবী স. বলেছেন– তখন আমি বের হবো এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করবো এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবো।

তারপর তৃতীয়বারের মতো ফিরে আসবো এবং আমার রবের কাছে প্রবেশ করার অনুমতি চাইবো। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমি তাঁকে দেখার পর সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ আমাকে সে অবস্থায় রাখবেন যতক্ষণ তিনি চাইবেন। তারপর আল্লাহ বলবেন– মুহাম্মাদ! মাথা ওঠান এবং বলুন, শোনা হবে, সুপারিশ করুন, তা কবুল করা হবে, চান, দেওয়া হবে। রসুল স. বলেন– আমি মাথা উঠিয়ে আমার রবের এমন শ্রুতি ও প্রশংসা করবো, যা আমাকে শিখিয়ে দেবেন। রসুল স. বলেন– এরপর আমি শাফায়াত করবো, আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। তারপর আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। বর্ণনাকারী কাতাদা রহ. বলেন– আমি আনাস রা.-কে বলতে শুনেছি, নবী স. বলেন– আমি সেখান থেকে বের হয়ে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবো।

পরিশেষে জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র তারা, কুরআন যাদেরকে আটকে রেখেছে। অর্থাৎ যাদের ওপর জাহান্নামের স্থায়ীবাস অবধারিত হয়ে পড়েছে। আনাস রা. বলেন, তিনি কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন– আশা করা যায় তোমার রব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে (১৭ : ৭৯) এবং তিনি বললেন, তোমাদের নবী স.-এর জন্য প্রতিশ্রুত 'মাকামে মাহমুদ' হচ্ছে এটিই।

◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৭০০২।

হাদীস-৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا. فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا. فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ.

وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ وَيَقُولُ. ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ. ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِيلاً. فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ. ائْتُوا مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ. ائْتُوا عِيسَى فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ **حَتَّى مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ. وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ عِنْدَ هَذَا أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ.**

ইমাম বুখারী রহ. আনাস ইবন মালিক রা.-এর বর্ণিত সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুসাদ্দাদ রহ.-এর থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আনাস ইবন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– রসুলুল্লাহ স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন। তখন তারা বলবে– আমাদের জন্য আমাদের রবের কাছে যদি কেউ শাফায়াত করতো, যা এ স্থান থেকে আমাদের উদ্ধার করতো।

তখন তারা সকলেই আদম আ.-এর কাছে এসে বলবে– আপনি ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'য়ালা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মাঝে নিজে থেকে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের হুকুম করেছেন; তারা আপনাকে সিজদা করেছে। অতঃপর আপনি আমাদের জন্য আমাদের প্রভুর কাছে শাফায়াত করুন। তখন তিনি বলবেন– আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই এবং নিজের অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন। এরপর বলবেন– তোমরা নূহ আ.-এর কাছে যাও, যাকে আল্লাহ প্রথম রসুল হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

তখন তারা তার কাছে আসবে। তিনিও নিজের অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন– আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা ইবরাহীম

আ.-এর কাছে যাও, যাকে আল্লাহ তা'য়ালা খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন। অতঃপর তারা তার কাছে যাবে। তিনিও নিজের অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন– আমি তোমাদের এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা মূসা আ.-এর কাছে যাও, যার সাথে আল্লাহ তা'য়ালা কথা বলেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে যাবে। তিনিও বলবেন– আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই এবং নিজের অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন– তোমরা ঈসা আ.-এর কাছে যাও।

তারা তাঁর কাছে যাবে। তখন তিনিও বলবেন– আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা মুহাম্মাদ স.-এর কাছে যাও, তাঁর পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তখন তারা সকলেই আমার কাছে আসবে। তখন আমি আমার রবের কাছে অনুমতি চাইবো। যখনই আমি আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখতে পাবো তখন সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ তা'য়ালা যতক্ষণ ইচ্ছা আমাকে এ অবস্থায় রাখবেন। এরপর আমাকে বলা হবে, তোমার মাথা ওঠাও। চাও, তোমাকে দেওয়া হবে। বলো, তোমার কথা শোনা হবে। শাফায়াত করো, তোমার শাফায়াত কবুল করা হবে। তখন আমি মাথা উঠাবো এবং আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে যে প্রশংসার বাণী শিক্ষা দিয়েছেন তার মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা করবো। এরপর আমি সুপারিশ করবো, তখন আমার জন্য সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। অতঃপর আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবো। এরপর আমি আগের মতো পুনরায় তৃতীয়বার অথবা চতুর্থবার সিজদায় পড়ে যাবো। **অবশেষে কুরআনের বাণী মোতাবেক যাদের জাহান্নামে অবস্থান স্থায়ী তারা ছাড়া আর কেউই জাহান্নামে থাকবে না। কাতাদা উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তখন বলেছিলেন, চিরস্থায়ী জাহান্নাম যাদের জন্য অবধারিত হয়েছে।**

◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬১৯৭।

হাদীস-৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمُ ... ... عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا. فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ فَيَسْتَحِي. ائْتُوا نُوحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ

الأَرْضِ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ سُؤَالَهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ فَيَسْتَحِي، فَيَقُولُ ائْتُوا خَلِيلَ الرَّحْمَنِ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُوسَى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ قَتْلَ النَّفْسِ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيَسْتَحِي مِنْ رَبِّهِ فَيَقُولُ ائْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ، وَكَلِمَةَ اللَّهِ وَرُوحَهُ. فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. فَيَأْتُونِى فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّى فَيُؤْذَنُ (لى) فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّى وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِى مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِى فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِى حَدًّا، فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّى. مِثْلَهُ. ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِى حَدًّا، فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ (ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ) ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ **فَأَقُولُ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ.**

ইমাম বুখারী রহ. আনাস রা.-এর বর্ণিত সনদের ৩য় ব্যক্তি মুসলিম ইবন ইবরাহীম রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. বলেন– কিয়ামতের দিন মু'মিনগণ একত্রিত হবে এবং তারা বলবে, আমরা যদি আমাদের রবের কাছে আমাদের জন্য একজন সুপারিশকারী পেতাম। এরপর তারা আদম আ.-এর কাছে যাবে এবং তাকে বলবে আপনি মানবজাতির পিতা। আপনাকে আল্লাহ তা'য়ালা নিজহাতে সৃষ্টি করেছেন। আর ফেরেশতা দিয়ে আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং যাবতীয় বস্তুর নাম আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, যেন আমাদের কঠিন স্থান থেকে আরাম দিতে পারেন। তিনি বলবেন– তোমাদের এ কাজে আমার সাহস হচ্ছে না। তিনি নিজ ভুলের কথা স্মরণ করে লজ্জাবোধ করবেন এবং বলবেন– তোমরা নূহ আ.-এর কাছে যাও। তিনিই প্রথম রসুল যাকে আল্লাহ জগৎবাসীর কাছে পাঠিয়েছেন।

তখন তারা তার কাছে যাবে। তিনিও বলবেন– তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। তিনি তার রবের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন এমন বিষয় যা তার জানা ছিল না। সে কথা স্মরণ করে তিনি লজ্জাবোধ করবেন এবং বলবেন বরং তোমরা আল্লাহর খলীল (ইবরাহীম আ.)-এর কাছে যাও। তারা

তখন তার কাছে আসবে। তখন তিনি বলবেন– তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। তোমরা মূসা আ.-এর কাছে যাও। তিনি এমন বান্দা যে, তার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং তাকে তাওরাত গ্রন্থ দান করেছেন। তখন তারা তার কাছে আসবে। তিনি বলবেন– তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না এবং তিনি এক কিবতীকে বিনা দোষে হত্যা করার কথা স্মরণ করে তার রবের কাছে লজ্জাবোধ করবেন।

তিনি বলবেন, তোমরা ঈসা আ.-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর বান্দা ও রসুল এবং আল্লাহর বাণী ও রূহ। (তারা সেখানে যাবে) তিনি বলবেন– তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। তোমরা মুহাম্মাদ স.-এর কাছে যাও। তিনি এমন এক বান্দা যার পূর্বাপর ভুলত্রুটি আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। তখন তারা আমার কাছে আসবে। তখন আমি আমার রবের কাছে যাবো এবং অনুমতি চাইবো, আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আর আমি যখন আমার রবকে দেখবো তখন আমি সিজদায় লুটিয়ে পড়বো। আল্লাহ যতক্ষণ চান আমাকে এ অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলা হবে, আপনার মাথা ওঠান এবং চান দেওয়া হবে, বলুন শোনা হবে, সুপারিশ করুন কবুল করা হবে। তখন আমি আমার মাথা উঠাবো এবং আমাকে যে প্রশংসাসূচক বাক্য শিক্ষা দেবেন তা দিয়ে আমি তাঁর প্রশংসা করবো, তারপর সুপারিশ করবো। আমাকে একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। আমি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবো।

আমি পুনরায় রবের কাছে ফিরে আসবো। যখন আমি আমার রবকে দেখবো তখন আগের মতো সব কিছু করবো। তারপর আমি সুপারিশ করবো। আবার আমাকে একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। সে অনুযায়ী আমি তাদের জান্নাতে দাখিল করাবো। আমি আবার রবের কাছে উপস্থিত হয়ে অনুরূপ করবো। এরপর আমি চতুর্থবার ফিরে আসবো এবং আরজ করবো **এখন কেবল তারাই জাহান্নামে অবশিষ্ট রয়েছে যারা কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী আটকে রয়েছে আর যাদের ওপর চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকা অবধারিত রয়েছে।**

♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪২০৬।

হাদীস-৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَجْمَعُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْهَمُونَ لِذَلِكَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا وَذَكَرَ فِي

الرَّابِعَةِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ.

ইমাম মুসলিম রহ. আনাস ইবনু মালিক রা.-এর বর্ণনা সনদের চতুর্থ ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেন– কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা মু'মিনবান্দাদের একত্রিত করবেন। ফলে তারা সেটাকে অতি সঙ্কটময় মনে করবে। বর্ণনাকারী আগের হাদীস তিনটির অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ রিওয়ায়াতে চতুর্থবারের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন যে, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– তারপর আমি বলবো, হে রব! আর কেউ অবশিষ্ট নেই। **কেবল তারাই আছে যাদেরকে পবিত্র কুরআন আটকে রেখেছে। অর্থাৎ যাদের ব্যাপারে চিরকালের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে।**

◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪৯৭।

হাদীসগুলোর গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা : আলোচ্য শ্রেণির হাদীসগুলোর বক্তব্য হলো– যাদের ঈমান আছে তারা জাহান্নামে গেলে কিছুকাল শাস্তি ভোগ করার পর রসুল স.-এর শাফায়াত বা অন্য কোনোভাবে মাফ পেয়ে অনন্তকালের জন্য জান্নাত লাভ করবে। এ হাদীসগুলো আগে আলোচনাকৃত কুরআন ও Common sense/আকলে সালিমের তথ্যের সরাসরি বিপরীত। কারণ, সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে– কাফির বা মু'মিন যেই জাহান্নামে যাবে তাকে চিরকাল সেখানে থাকতে হবে। তাই আলোচ্য হাদীসগুলো রসুল স.-এর হাদীস হিসেবে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

বিখ্যাত হাদীসশাস্ত্রবিদগণ তাদের জ্ঞাতসারে কুরআন, Common sense/আকলে সালিম ও অন্যান্য শক্তিশালী সহীহ হাদীসের সরাসরি বিপরীত এবং উম্মাহ বিধ্বংসী বক্তব্যধারণকারী হাদীস তাদের গ্রন্থে সহীহ হাদীস নামে লিখে রেখেছেন এ কথা বিশ্বাস করলে ঐ মনীষীগণের ওপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হবে তথা কবীরা গুনাহ হবে বলে আমরা মনে করি। আর জাল হাদীস প্রচারের ওপরে উল্লিখিত পদ্ধতি ব্যবহার করার জন্য গোয়েন্দারা অখ্যাত নয় বরং বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের গ্রন্থকে বাছাই করবেন এটাই স্বাভাবিক।

এ হাদীসসমূহ বিখ্যাত গ্রন্থকারদের গ্রন্থে কীভাবে স্থান পেলো তা বোঝা সহজ হবে নিম্নের বিষয় দুটি সামনে থাকলে–

১. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে হাদীসকে 'সহীহ' বলা হয় সনদ তথা বর্ণনাসূত্রের নির্ভুলতার ভিত্তিতে। মতন তথা বক্তব্যবিষয়ের নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়।

২. হাদীস জালিয়াতির একটি ভয়াবহ পদ্ধতি ছিল– পুত্র বা পরিবারের সদস্যদের দিয়ে পাণ্ডুলিপির মধ্যে বানানো বর্ণনাসূত্র (সনদ) ও মিথ্যা বক্তব্য (মতন) ধারণকারী হাদীস লিখে রাখা।

তথ্যসূত্র–

ক. ইরাকী, আত-তাকঈদ, পৃষ্ঠা-২৮, ২৯।

খ. সুয়ুতী, তাদরীবুর রাবী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮১-২৮৪।

গ. হাদীসের নামে জালিয়াতি, ড. খন্দকার আ. ন. ম. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা নং ১৩৪

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত

আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)
শুধু বাংলা

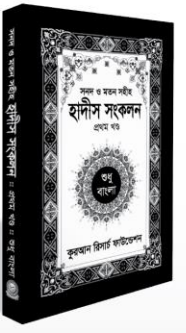

সনদ ও মতন সহীহ
হাদীস সংকলন
প্রথম খণ্ড
শুধু বাংলা

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৭৭ ৩০১৫১১

ঈমান থাকলেই জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সংবলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

উল্লিখিত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সংবলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো–

১. 'ঈমান ও আমল থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে' বক্তব্যধারণকারী হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে।

২. 'ঈমান থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে' বক্তব্যধারণকারী হাদীসও গ্রহণযোগ্য হবে।

৩. 'আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিন জান্নাত পাবে না' বক্তব্যধারণকারী হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে।

৪. 'মু'মিন জাহান্নামে গেলে চিরকাল সেখানে থাকবে' বক্তব্যধারণকারী হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে ।

৫. 'আমলনামায় কবীরাগুনাহ থাকা মু'মিনদের জাহান্নামে যেতেই হবে না' বক্তব্যধারণকারী হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না।

৬. 'মু'মিন জাহান্নামে গেলে কিছুকাল শাস্তি ভোগ করে চিরকালের জন্য জান্নাত পাবে' বক্তব্যধারণকারী হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না ।

শেষ কথা

সুধী পাঠক! বর্তমান বিশ্বে মুসলিমদের ওপর যে বিপর্যয় নেমে এসেছে, আমার বিবেচনায় তার প্রধান কারণটি হচ্ছে ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয় সম্পর্কে তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ভুল ধারণা। মৌলিক জ্ঞানে ভুল রেখে কোনো কাজ করলে ব্যর্থতা অনিবার্য। তাই মুসলিমদের ধ্বংস করার জন্য ইবলিস শয়তানের এখন আর আমল করতে নিষেধ করার দরকার পড়ে না। বরং বেশি বেশি করে আমল করতেই সে বলে। কারণ, ইবলিস জানে ইসলামী জ্ঞানে অনেক মৌলিক ভুল ঢুকিয়ে দিতে এবং মুসলিমদের তা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করাতে সে সক্ষম হয়েছে। মৌলিক বিষয়ে ঐ ভুল ধারণাসমূহ মুসলিম জাতির যে ক্ষতি করেছে, করছে এবং উৎখাত না করতে পারলে ভবিষ্যতেও করবে, শত শত পরমাণু বোমাও তা করতে পারবে না।

কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর তথ্য পর্যালোচনা করে ঐ ধরনের যে সকল বিষয় আমার কাছে ধরা পড়েছে জাতির কল্যাণের জন্য দলিলসহ তা তুলে ধরেছি। এ কাজ করতে গিয়ে নিজের ব্যক্তিগত কোনো মত কারো ওপর চাপিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা বিন্দুমাত্র আমার নেই। তবে আমার মনে হয়, প্রতিটি বিষয়ে কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর যে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলো জানার পর ঐসকল বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো Common sense-ধারী ও কুরআন-সুন্নাহে বিশ্বাসী মানুষের পক্ষে একটুও কঠিন হবে না।

আলোচ্যবিষয়টি কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর তথ্য সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। তথ্যগুলো জানার পর সম্মানিত পাঠকগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাপারে স্বাধীন। সকল পাঠকের এ কথাও মনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ এবং রসুলুল্লাহ স. ছাড়া অন্য কারো কথা বিনা যাচাইয়ে বা চোখ বন্ধ করে মেনে নেওয়া শিরকের গুনাহ। কারণ, তাতে ঐ ব্যক্তিকে নির্ভুল মনে করা হয়। নির্ভুলতা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সিফাত (গুণ)। আর নবী-রসুলগণ নির্ভুল এ জন্য যে, তাঁদের আল্লাহ ভুলের ওপর থাকতে দেননি। তাই সবার কাছে ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ রেখে এবং দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (আরবী-বাংলা)
৪. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (শুধু বাংলা)
৫. শতবার্তা (পকেট কণিকা : আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৬. আল কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ২০০ শব্দের সংক্ষিপ্ত অভিধান
৭. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৮. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলেই জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সংবলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. মুসলিম জাতি এবং বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানোর গভীর ষড়যন্ত্র
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হাজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য
৪৩. হারাম ও হালাল খাদ্য তালিকা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের সরাসরি তথ্য

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং
  https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/
- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬
- **ইউকা ক্যাম্পাস**
  বাড়ি : ১২, রোড : এভিনিউ-৮, ব্লক : এম, বনশ্রী, ঢাকা-১২১৯।
  ফোন : ০২২২৪৪০৫৮২৮, ০১৭৫৫ ৩০৯৯০৭, ০১৪০৭ ০৬৩৪৩১

এছাড়াও পাওয়া যায়–

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস :** হোল্ডিং নং– ১৬৮/১, ওয়ার্ড নং– ৮, সিপাইপাড়া, মেডিকেল কলেজ রোড, রাজপাড়া, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
- **কিউআরএফ বগুড়া অফিস :** নুর ভিলা, হাউস নং-১৯, হোল্ডিং নং-৯৯৪, ওয়ার্ড নং-১২, ঠনঠনিয়া পশ্চিমপাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়া-৫৮০০। ০১৭১৪৫৬৬৮৯৯, ০১৭১৪৭০৯৯৮০, ১৩০০০৯০৮৬২
- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ৩২/২ হাজী মহসিন রোড, খুলনা। ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮